বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। সপ্তম সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৭ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

যুবরাজের সংবাদ।

বম্বাই।

বিশেষ সংবাদদাতা, ১২ ই নবেম্বর।

এলিফান্টার পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ খোদিত মন্দিরে বড় এক ভোজ হয়, যুবরাজ এক পেট খাইয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে বম্বাইর লোকেরা বড় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, আমাদের মত লোকেরা একপেট খাইতে পাইলেই তৃপ্তিলাভ করে, রাজারাজড়াদেরও যদি তাহাই হয়, তবে আর আমাদের সহিত ইতর বিশেষ কি রহিল। এলিফান্টার মন্দির দেখিয়া যুবরাজ তাক হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ একটা তিন-মুখো নাম জানিনে যেটা প্রথমেই খোদা আছে,কেহ বলে ব্রহ্মা, কেহ বলে বিষ্ণু, কেহ বলে শিব। আবার বড় বড় বিলাতী পৌরাণিকেরা বলেন ত্রিমূর্ত্তি, ফাদার, সন, আর হোলি ঘোষ্ট। বাঙ্গলা করিয়া বলিতে গেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। মূর্ত্তির ভাব অতিশুদ্ধ, হাসিতেছে, মুখের বাহারই বা কি, পার্শ্বে দু একটি উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। কেহ বলে ঐ উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতেছে, কেহ বলে যে, হিন্দুর দেবালয়ে ইংরেজী খানা (গোমাংস, কুক্কুট-মাংস) দেখিয়া হাসিতেছে।

বর্ণনা করিতে গেলে পাঠ বাড়িয়া যায়, তাই একটি চিত্র পাঠাইলাম, পাঠকবৃন্দকে দেখাইবেন।

পুনা।

অভিনন্দন পত্রের সারাংশ।

আমরা বড় গরিব, দেশে লোকও অধিক নাই, পূর্ব্বকালে অনেক লোক ধনবান ছিল। এক্ষণে থাকিবার মধ্যে "নিরেটত্ব" টুকু পোড়ে আছে। এই বিষয়ে যুবরাজের নোটবুকে এই লেখা আছে "পুনাতে যে লোক নাই তাহা সত্য, কারণ, আমি যখন আসি একটিও দেশী লোক দেখিতে পাই নাই, কেবল টুপিওয়ালা, বোধ হয়, পুনার লোকেরা অত্যন্ত সভ্য হইয়া থাকিবে, টুপিওয়ালা (দূর কর ফৃয়ার আবার উঁকি মেরে দেখ্‌তেছে)।

যুবরাজ শিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার নোটবুকে দেখিলাম, এই লেখা রহিয়াছে।"

"এখানকার বন্দুক আশ্চর্য্য, আমি একটি গুলি দাগি, আর অমনি সাতটি হইয়া লাগে, বাটী প্রত্যাগমন করিয়া খুড়া মহাশয়কে (ডিউক অফ কেম্ব্‌্রিজ) বলিতে হইবে যে, তিনি কেন এই বন্দুক আমাদের সৈন্য-হস্তে দেন না।"

ফৃয়ার আর ফেরার সাহেবদের জ্বালায় আর বাঁচা গেল না, এরা আমার স্কুলমাষ্টার হোয়ে বোসেছে। গৌরী-নির্ঝর দেখা হোল না, মহারাষ্ট্রীয় দেখা হোল না, বলে যে ওলাউঠা হোচ্ছে। আপদ্ আর কি! উলাওঠা যেন আমার জন্য হাঁ কোরে বোসে আছে। এবার যদি আসি তো এদের কোন্ শা—সঙ্গে কোরে আনবে।"

বরদা।

"ধূলা আর কাঁকর ধূলা আর কাঁকর। শিরাপিসে এসে বাঁচিলাম, এত কড়াকড় আগে জানিলে কে আসিত। আর বরদায় বা কে যেত "নাপাজ্জিমানে নাজ্জামাই ভাতার।"

সিংহল দ্বীপ।

যুবরাজের নোটবুক।

"সিংহলবাসীরা অতি পরিপাটী বেশ বিন্যাস করে, এই দেশে হনুমান রাক্ষসদিগকে মারিয়া ঘর করে, কিন্তু আমি এটা মানি না, কারণ এখানে তত রম্ভা অর্থাৎ কলাগাছ নাই; অতিশয় নারিকেল গাছ। স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ নানান রঙ্গে রঞ্জিত, বিশেষতঃ ডুরেরি প্রাচুর্ভাব। স্ত্রীলোকগুলি বড় মন্দ নয়, ইহারা বিদেশীয় দেখিলে ঘোমটা টানে না, এমত কি, এদের ঘোমটা নাই। এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচিলাম, এতক্ষণে এদেশীয় লোকের মুখ দেখিলাম। স্ত্রীলোকের মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর, আর চোকচোকী হইলে অত্যন্ত সুমিষ্ট মুচকে হাসে। রসেলকে বলিব যে, যেন একটি উৎকৃষ্ট বর্ণনার কবিতা লেখে। ফৃয়ারকে

যেন দেখায় না। সদর্লও বড় বোকা, এখন কোথা রহিল।

কলম্বো।

যুবরাজের বিলাতে বাজী রাখিয়া কপোত মারা অত্যন্ত অভ্যাস থাকাতে কাদাখোঁচা পক্ষী শিকার করিতে অত্যন্ত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু গাড়ী সুদ্ধ উল্টিয়া পড়িয়া হস্তিসমাজকে অত্যন্ত হাসাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা আর হেসে বাঁচে না, শুনিলাম কয়েকটি হাসিয়া হাসিয়া দম ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। সুরবর গমির নামক স্থানের রাজা তাঁহাকে একটি ২৫০০ টাকার চুরটদানী কর দিয়াছেন, আর একখান অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ইহার ভাব এই যে, যুবরাজ চুরট ফুকিবেন, আর পত্র পাঠ করিবেন।

যুবরাজ রাজাকে খেলোবাৎ স্বরূপ একখানি রুটলেজ সাহেব-কৃত রাজ-বংশাবলি প্রদান করিয়াছেন। যুবরাজ এখানকার বড় মান্যবর লোকদের অনেকগুলি মেডেল প্রদান করিয়াছেন। মেডেলগুলি আমি দেখি নাই, এক জন ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন তাহার একদিকে একটি গাধা আর একদিকে বানরের ছবি আছে, আমি ইংরেজকে অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল; গাধা অর্থে সহ্যতা শক্তি, আর বানর অর্থে চালাক। কলিকাতার লোক-দিগকে জানাইও যে, এ মেডেল আর অনেক গুলি আছে, সমস্ত শেষ হয় নাই, যুবরাজ কলিকাতায় গমন করিয়া মান্য-বর লোক বাছিয়া বাছিয়া প্রদান করিবেন, তাঁহারা যেন মনোদুঃখ না করেন, কোন ভয় নাই।

তৃণংকমলী।

এখানকার লোকেরা রাজবধূকে একটি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-চন্দ্রহার উপহার দিয়াছেন। এবং আর আর অনেক প্রকার অলঙ্কারাদি উপহার পাইয়াছেন। যথা, গড়মড় ঝুমকা ইত্যাদি। তদ্বিষয়ে যুবরাজের নোটবুকে আছে—ফ্রয়ার কেবল বাজে চালাক এদেশের কিছুই জানে না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, চন্দ্রহার কোথায় পরে, সে বলিল, জানি না, (তবে কি জানিস বাপু, আমার নোটবুক খারাপ কোত্তে কেবল জানিস) রসেল বলিল যে, মাথায় পরে, ফেরার বলে ও হার গলায় পরে।

এটি বড় উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। বিজয় নগরের রাজার নিকট জানিতে পাঠানতে তিনি বলিলেন, কোমরে পরে। চাপরাস না কোমর-বন্ধ! জেনে নিতে হবেই হবে, ফ্রয়ারকে পাঠান হবে না, সে হাসিবে, রসলকে বলা হবে না, কোন্ দিন কোন্ সংবাদপত্রে লিখে বসিবে, নিজেরও

জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, এদেশী লোকের সঙ্গে একটি কথা কহিবার হুকুম নাই। পিৰ খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়, কিন্তু আমি এ দেশী ভাষার মধ্যে **ইণ্ডিয়া, রাজা,** আর **রোপেয়া** এই তিনটি শব্দ জানি, রাজবধূ যে কি বলিবেন, আমি বলিতে পারি না।

ভয় কি, যা মনে যায় একটা বোলে ফেল্‌ব। এক ওল্ডবেকি (এডিনবর্গ) আছে, একবার হেতায় এসে ছিল, তারও আমার মত জ্ঞান জন্মে থাকিবেক, হাজার হোক ভায়ের ভাই কি না।

১৩ ই ডিসেম্বর, মান্দ্রাজ।

প্রত্যুষে যুবরাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পথের দুই পার্শ্বে ১৪০০০ চোদ্দ হাজার বালক মিলিত হইয়া ঐকতানে "ঈশ্বর যুবরাজের ভাল করুন" বলিয়া গান গাইতে লাগিল, বালকেরা যেমন বুঝিল, যুবরাজও তেমনি বুঝিলেন, উভয় পক্ষেই ইণ্টরপ্রেটর আবশ্যক হইয়াছিল।

আর পথে এক দল সুন্দরী বালিকা সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যুবরাজ এদের বিনা ইণ্টরপ্রেটরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একটার সময় লেভি।

রাত্রে একটি ভোজ।

তার পরে বাজি পোড়ান।

তার পরের দিন যুবরাজের পিতার মৃত্যু দিবস।

শ্রাদ্ধ করিয়া বাহিরে যাইতে নাই, নদীও পার হইতে নাই।

আমাদের মতে এটি গয়ায় গিয়া করিলে হইত।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কণ্টেম্পোরারি রিভিনিউতে লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম।

১। ভারতবর্ষ অধিকার করাতে ইংরেজদের লাভ না অলাভ?

ইংরেজদের লাভ, কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থ লোকের সন্তান ভারতবর্ষে কর্ম্ম পাইয়া প্রতিপালিত হইতেছে, আর মাঞ্চেষ্টারের একজন প্রধান খদ্দের।

২। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বল কিম্বা দুর্ব্বলের কারণ?

দুর্ব্বলের কারণ, কিন্তু তাহাতে এমত দোষ নাই, প্রচুর লভ্য।

৩। ভারতবর্ষ এক্ষণে ত্যাগ করিলে ক্ষতি কি?

অনেক ক্ষতি, তাহা হইলে রাজঋণ কে দেবে, অধিকাংশ কোম্পানির কাগজ ও রেলওয়ের অংশ ইংরেজদিগের একচেটে। আর তাহা হইলে বিলাতী দ্রব্যাদি কে ক্রয় করিবে, কারণ, তাহারা আমাদের অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে দ্রব্যাদি

প্রস্তুত করিতে পারে, কেবল আমাদের দাপটে পারিতেছে না।

৪। ইংরেজেরা সুব্যবহার না কুব্যবহার করে?

কুব্যবহার করে, কিন্তু তাহাতে বড় দোষ নাই, কারণ, প্রতি পদে পদে ভারতবর্ষস্থ লোকদের শাসন না করিলে ৩০,০০০ লোকে ৩০০,০০০,০০০, লোককে দমনে রাখিতে পারিত না। কথায় কথায় পদে পদে ঘুসিটে লাথিটে না মারিলে ভয় থাকিবে কেন? ৩০০,০০০,০০০ লোকে যদি থুতু ফেলেতো, তাহারা ভাসিয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকদের মনে এমত সংস্কার থাকা কর্ত্তব্য যে, ইংরেজেরা ভয়ঙ্কর জু জু, তাহাদের সঙ্গে লাগিলে আর পরিত্রাণ নাই, আস্ত গিলে ফেল্‌বে। যাহা হোক, এত দিনের পর আমরা একটা কথার মত কথা শুন্‌লাম। ইহার নাম ইংরেজী বিজ্ঞান। যখনই ইংরেজে লাথি মারিবেক, এই কথাটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এটি ভয় দেখান মাত্র, মারা ধরা নহে। বং সং

টিসা নামক একজন আফ্‌রিকা প্রদেশের স্বাধীন রাজা ইংলণ্ডের মিসনারীদিগকে লিখিয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার প্রজাগণ খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেন কয়েক জন মিসনারীকে তথায় প্রেরণ করেন। উক্ত মিসনারীদের ব্যয়ের জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা চার্চ্চ মিসনারীদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। আমাদের মতে একবারে মিসনারী পাঠান অপেক্ষা পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ কতক মিস আর কতক নারী পাঠাইলে মিসনারী অপেক্ষা ইষ্টসাধন হইবার সম্ভব।

১১ই পৌষ শনিবার "ইণ্ডিয়ান লীগ মাহেন্দ্রক্ষণে যুবরাজের নামে একটি বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়" স্থাপন উদ্দেশে একটি সভা আহ্বান করেন, সেই সভায় আমাদের মান্যবর অমায়িক-স্বভাব শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটকর্ত্তা মহাশয় প্রধান আসন লন। এখনই বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় স্থাপনের উৎকৃষ্ট সময়, তাহার কোন ভুল নাই; আমার বোধ হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, আর কত যে আবশ্যক তাহা কি বলিব, একটি দৃষ্টান্ত দি।

১৬ই পৌষের "অমৃতবজার পত্রিকায়" এইটি লেখা আছে, যথা—

'প্রায় দেখা যায় যে, সকল জন্তুর সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে যে সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী দিন বাঁচে। কুকুর দুই বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং আট বৎসর বাঁচে। ষণ্ড চারি বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ষোল বৎসর বাঁচে।

অশ্বের সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে

পাঁচ বৎসর লাগে এবং পঁচিশ বৎসর বাঁচে" ইত্যাদি। উক্ত "পত্রিকা" এক্ষণে বাগবাজার হইতে প্রকাশ হইতেছে সে কাল হইলে আমরা স্থানের মাহাত্ম্য বলিতাম, কিন্তু এক্ষণে সভ্যতা সোপানে পদবিক্ষেপকারীদের উদ্দীপনায় সে কথা বলিবার যো নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় নিতান্ত আবশ্যক তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপমা আর পাওয়া দুর্লভ।

যুবরাজের আগমনে প্লাঞ্চ-টির কবিতা।

সভ্য পাঠকগণ যুবরাজের আগমনোপলক্ষে সংবাদ-পত্র সকল ও বৈয়ের দোকান সকল "ভারত-উচ্ছাস" "ভারত-বিলাপ" "ভারত-অভ্যর্থনা" "ভারত-উল্লাস" প্রভৃতি তরবেতর নামের নাটক নাটিকা, ছন্দোবন্দ প্রবন্ধে ভোরে যাওয়াতে আমার মনটা গরমে উঠলো। ভাবলেম, যদি হেমচন্দ্র, জ্ঞানচন্দ্র, ধ্যানচন্দ্র, বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, একভঙ্গ সকুতভঙ্গ সকলেই কবিতা টবিতা লিখে ফেল্লে, তবে আমিই বা পারবো না কেন? পাঠকগণ মনে কোরবেন না যে, আমি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভাল কবিকেও অবজ্ঞা ক'রছি, যেহেতু এক দড়িতে চোরা গরুর সঙ্গে কপিলে বাঁধা হয়েছে। যাহা হ'ক, কবিতা লিখ্‌তে বসলেম ও মনে মনে স্থির ক'ল্লেম যে এমন একটা কবিতা লিখবো, যে সকলের চেয়ে জবর হবে; বড় বড় লালু জগদ্দলেও যেন দাঁত ফোটাতে না পারেন। ভাবলেম, তবে একবার আমার বিদ্যার সরস্বতী বাসন্তিকার সঙ্গে পরামর্শ করি, কিন্তু অমনি মনটা ছ্যাৎক'রে উঠলো। ভাবলেম যুব শব্দটা মেয়েমানুষের কাছে বলা ভাল নয়, কি জানি যুবরাজের কথা শুনলে যদি বাসন্তিকার রস উথ্‌লে উঠে। কাজেই সেটায় মত হ'ল না, তখন ভাবলেম, আমার সর্ব্বস্ব ধন বেল্লিক তন্ত্রখানি একবার দেখে নি, কিন্তু তাও করা হ'ল না, যেহেতু শেষেতে আগা গোড়া বর্ণনের বেলা সেটা দেখতে হবে, অতএব এখন হাতে রেখে কাজ করা উচিত। এই ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক কল্লেম যে, একবার প্লাঞ্চটিকে ধ'রে বসা যাক, অনেক বড় বড় লোকের সাহায্য পাওয়া যাবে। মেজেয় আসনে বোসে প্লাঞ্চটিতে হাত দিলেম, কি চমৎকার! অমনি প্লাঞ্চটি চল্‌তে সুরু করূলে, আমি জিজ্ঞাসা ক'রলেম তুমি কে? ভূতটা উত্তর দিলে, সে কালিদাস; আমি ব'ল্লেম তোমার খুরে দণ্ডবৎ, ঠাকুর তুমি মহাকবি হচ্চো, তোমা হতে হবে না, আমরা তো মেয়েমানুষের বিরহ বর্ণন চাইনি, এ "নিতম্বদেশাশ্চ সহেম-

মেখলা"র কাজ নয়। এখন একটু স'রে দাঁড়াও। তার পর জয়দেব এলেন, অমনি আমি বোল্লেম, না গোঁসাইজী, তোমার কাজ নয়, এ তো বৈষ্ণবী ভোলান নয় যে, কদমতলার পিঁ পাঁ ক'রে সারবে, একটু পাস্ দিলে ভাল হয়, বিন্দে দূতীর গানের বেলা তোমাকে ডাক্‌বো। তার পর শ্রীহর্ষদেব এলেন, জেনেই আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল, ভাবলেম কি সর্ব্বনাশ! এর সমাস-ঘটা উচ্চারণ ক'ত্তে গেলেই আমার চোয়াল ছুটো গুঁড়িয়ে যাবে, করি কি, মিষ্টি ক'রে বল্লেম, মহাশয়! এ সাধারণ লোকের জন্যে হ'চ্চে, তা সকলে আপনার "চেতোনলস্কাময়তে মদীয়ং" বুঝতে পার্‌বে না, আপনি বিশ্রাম করুন গে। তার পর ভারতচন্দ্র এলেন, আমি অমনি বল্লেম, গুণাকর! বঙ্গদর্শন আপনার বদনাম দেছে, আপনার লেখা দেখলেই লোকে খেমটাওয়ালী ব'লবে। শেষে মাইকেল মধুসূদন এলেন, আমি ভাবলেম মন্দ নয়, এ যেমন রাজা রাজড়ার কারখানা, তেমনি জাঁকালো গোচ কবিটাও হয়েছে, এর কাছে আর চালাকী নেই, একবারে পাখওয়াজ বাজাবে। এই ঠাউরে বল্লেম দস্তুজ, (বিষ্ণু) মিষ্টর মাইকেল! যুবরাজের অভ্যর্থনাটা একবার গাইতে হবে। কি আশ্চর্য্য! ঘর্ঘরিয়ে প্লাঞ্চিট চল্লো, আর চিমনীর ধুঁয়ার মত গল্‌গলিয়ে অমিত্রাক্ষর কবিতা বেরুতে লাগলো, পাঠকগণের দর্শনার্থ কবিতাগুলি অবিকল নীচে তুলে দিলেম——

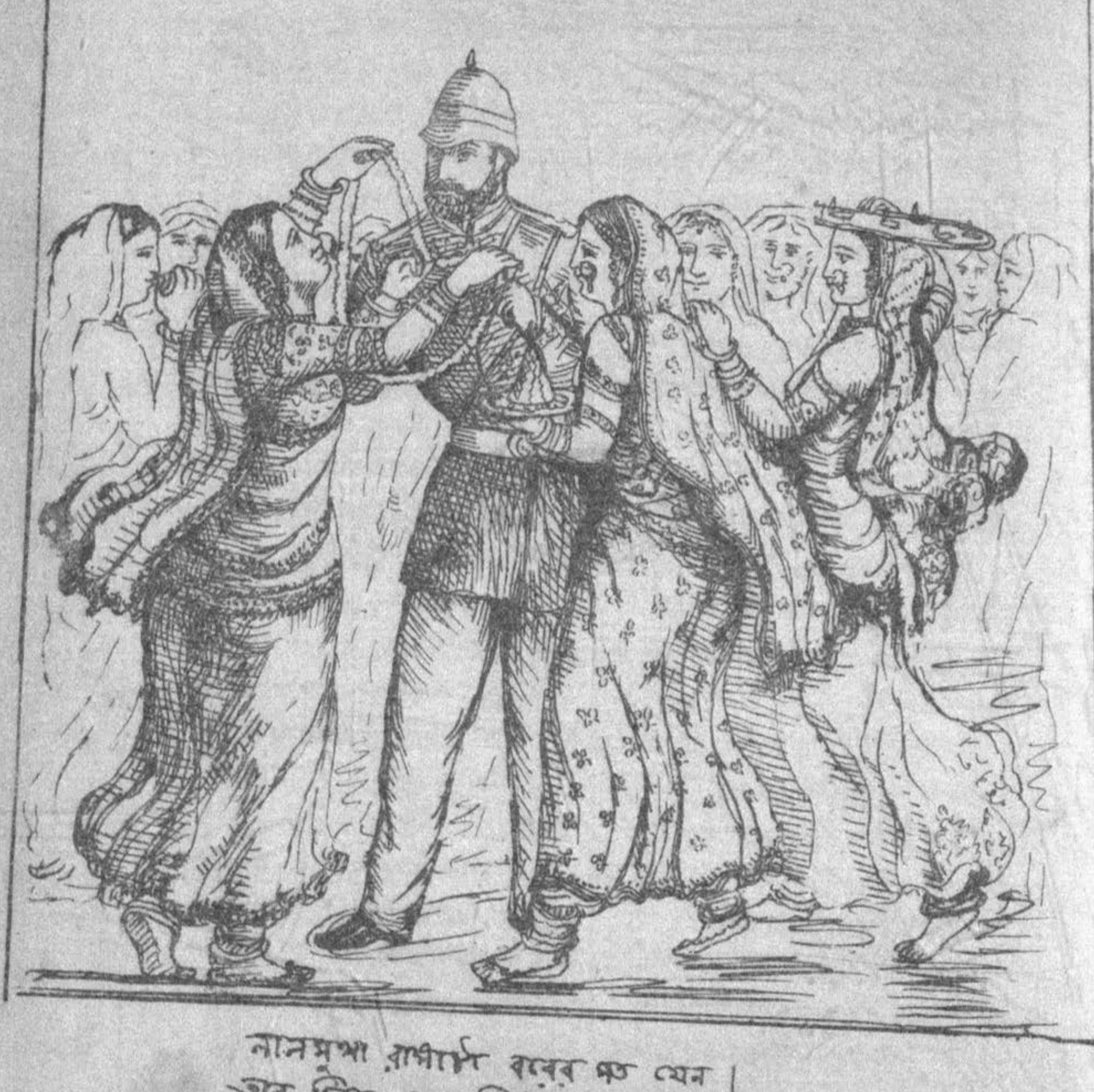
"বন্দেছে এদাস মাগো ওপদ কমলে,
বর্ণিবারে তিলোত্তমা মোহন মূরতি,
লিখিতে জগত-ত্রাস ইন্দ্রজিত বধ,
জ্বালাইতে পাদ্রিগণে কৃষ্ণলীলা গানে,
বসাতে প্রেমের কথা বীরাঙ্গনা-মুখে,
কিন্তু আজি ভুত রূপী এদাস তোমার
বিদায় যাচিছে পদে মিনতি করিয়া,
এ হেন বিষয়ে মাগো ও কোমল কর
স্বর্ণবীণা তার যোগে কি স্বর তুলিবে?
প্রলয় প্রয়োদদল সঘনে নাদিলে
কে পারে শুনিতে চাতকের মধুধ্বনি?
উর গো আসরে লম্ফে কবির আহ্বানে
কবীশ্বর কপীশ্বর বীর হনুমান,
রোধিব এভুজে তব ও পদ পাহাড়
পক্ষ পাকসাটে যথা জটায়ু রাবণে।
দেহ বল গাই আমি গভীর গর্জনে
গোলাম হাব্বাস আসি তাল দিক তায়।
কেন লো ভারত আজি যতেক তোরণে
বাজে বেণু, হ্রেষারব করে অশ্ব তাজী,
রথচক্র ঘর্ষে ঘোর কামানের ভারে,
গর্জে গজরাজী শুণ্ড আস্ফালি বিমানে
দণ্ডধর ভীম যথা রিপু মুণ্ডপাতে?
কেন বা সাজিছ আজি কলিকাতাবতি!
গুঁজিতেছ কেশে শত গ্যাসের ইষ্টার,
গলে দোলাইছ হার সিঁথি শিরোদেশে,

শ্বেত পীত রক্ত নীল মণির মেখলা,
দোলাইছ লীলারঙ্গ-ভরে শ্রোণিদেশে,
আবৃত হইয়া চারু চিক্কণ বসনে,
কেন ঢাকিয়াছ তব স্বাভাবিক রূপ ;
উড়াইয়া আভাময় অঞ্চল বা কেন
ঝলসিছ লোক-আঁখি সৌদামিনী সম ;
বাড়াইয়া পৌডরেতে মুখের লাবণ্য
হাসিতেছ খল খল আঁখি হেলাইয়া ?
মোহিছ জগৎ ? অম্বু, জম্বু আদি করি
যত রাজগণ তাক ও তব লোম্জতে।
কিন্তু নাহি দোষি তোরে, কলিকাতাবতি
আছিলে সামান্য ভাবে, বিজাতি সাজনে
সাজিয়া হয়েছে তোর ধরা শরা জ্ঞান।
হেমন্ত কালেতে যথা হ'লে কুজ্‌ঝটিকা
বৃক্ষ-বাটিকায় মত্ত ছাতারের দল।
তাই তুই বারাঙ্গনা সম বেশ পরি,
বারাণ্ডায় বসি হাসিছিস রস-ভরে।
বলিব বা কারে ! ভাল তুমিও ভারত
কি বুঝি ধরেছ আজি প্রগল্‌ভের সাজ !
ধরেছ যে শত্রুধনু নিন্দাকর বেশ,
দেখিয়া তাহার কার মন নাহি মোহে,
হেন প্রভাময় অপ্রমেয় রূপরাশি
দেখি কোন্ ভূপতি না লোভিবে তোমারে ?
এই রূপরাশি হেরি পূর্ব্বে সেকেন্দর,
ধাইল তোমার দিকে উন্মত্তের সম।
হেরে এই বেশ মত্ত দুর্জ্জয় যবন,
দলিল তোমার বক্ষ তীক্ষ্ণ অসিযোগে ;
মন্দির দেউল মঠ আদি কীর্ত্তি সবে,
নিঃশেষিল তুলি মহাপ্লব ধর্ম্মানল,
লাঙ্গুল-অনলে লঙ্কা যথা বায়ুসুত।
এইরূপ লোভে মত্ত ডচ, দিনামার,
পোর্ত্তুগি, ফরাসি আর ইঙ্গরেজগণে
করিল তুমুল যুদ্ধ প্রলুব্ধ অন্তরে,
সুধা লোভে পূর্ব্বে যথা দেবারি দানব।
জাননা কি এই বিশ্ব বিমোহন বেশ
তুলিল তোমার পক্ষে সহস্র সঙ্কট।
কি লাগিয়া আজি সাজি সুন্দর সাজেতে
বোম্বাই, বরদা, কাঞ্চি মন্দ্র, কলিকাতা,
পাটলী, হস্তিনা, আদি কন্যাগণে লয়ে,
কেন বা চলিছ এত ঝমর ঝমরে।
বাচ্চাকাচ্চা সহ রাজহংসিনী যেমতি ?
ইংরেজ ঔরসজাতা কলিকাতা দেখ,
যৌবন গরবে আছে বুকফুলাইয়া
ভাতিছে হৃদয়ে তার ফোর্টউলিয়ম ;
মাধবের বুকে যেন কৌস্তুভ রতন,
কিম্বা দৈবকীর বক্ষে কংসদত্ত শিলা।
যে বেশ প'রেছে কন্যা কলিকাতা তব,
রাজা মহারাজা দেখে অবাক হইয়া।
পার্শ্বে তার কল্লোলিনী গঙ্গা কিবা ভাবে
হয়েছেন বন্দী লৌহ-নিগড়-বন্ধনে।
দেব দেব মহাদেব ভীমজটা হ'তে
বলধরে লেম্‌লির কৌশল ভীম পাশ !
আপনি সাজিছ যবে এহেন সাজনে
কেন না সাজিবে কন্যাগণ শত সাজে,
তবে কেন সাজিবে না বিলাতী ভূষণে ?
কলিকাতাবতী তার নবীন বয়সে,
কেন বা না হাসিবে সে বিজাতি হাসনে,
কেন বা সে বিজাতীয় পতি পেয়ে বক্ষে



Dinner at Eleph-[illegible]
মন্দিরে ভোগ

বর বরণ না কোনে বরণ?



লালমুখা রাঙাটা বরের মত যেন।
তার দিকে তোর দিদী চেয়ে রৈন কেন॥
আধুনিক 'ভারতচন্দ্র'

পূরাবে না চিরআশা ছিল যত মনে ?
সাজে কি ভারত তব এ সকল বেশ,
যে বেশের দোষে আর্য্যকুল ভূপতিত ?
পূর্ব্বাবধি আরোপিত বেশ না ধরিয়া
স্বাভাবিক রূপ যদি দেখাতে সবারে,
তবে কি লো আর্য্যবক্ষ শোণিত সলিলে
চির আর্দ্র হ'ত পাণিপথ রণভূমি ?
আঙ্গুর ছাড়িয়া তবে ভূপতি সকলে
আসিত কি তব পাশে ডুমুর খাইতে ?
"গতস্য শোচনা নাস্তি" কহে বুধগণে,
তাই পূর্ব্ব কথা ছাড়ি জিজ্ঞাসিগো তোরে
কাল্পনিক রূপ ধরি কিসের কারণে
যাইতেছ যুবরাজ অভ্যর্থনা হেতু ?
যখন সে যুবরাজ ব্রিটন আসনে
অভিষিক্ত হইবেন দণ্ডধর রূপে
তখন ভারত যদি তোমা পড়ে মনে,
ভাবিবেন কিবা তিনি তোমার দশারে ?
ভাবিবেন ধনরত্নে পূর্ণ তব গৃহ,
বিপুল বিভব, দুঃখ নাহি কিছু তব।
লোভিবে লোলুপগণ তোমার বিভব।
দেখাইতে যদি তব যথার্থ যে দশা,
রাজা হ'লে যুবরাজ ব্রিটন রাজ্যেতে
স্মরিতেন তব দশা সদয়-হৃদয়ে,
চিন্তিতেন শুভ তব দুখিনী বলিয়া ;
লোলুপ হইয়া তাঁর পার্শ্বচারিগণ,
লোভিত না তোমার বিভব অকাতরে।
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা তোমায় ভারত !
নাহি তব দোষ ইথে, দোষি সেই দল,
যে পামরদল পূর্ব্বাবধি চিরদিন,
কুমন্ত্রণা দিয়া শত কুপথে লয়েছে ;
কুলমান বাড়াইতে স্বদলের যারা
সংহিতা পুরাণে লিখে "ব্রাহ্মণ দেবতা
কিন্তু শূদ্র পশুসম বধে পাপ নাই ;"
যেই দুরাত্মারা শুধু সকার্য্য সাধনে,
ব্রাহ্মণের দাস হ'তে সকলে বলিল ;
যে দুরাত্মাগণ শত কুবিধান দিয়া,
নির্ব্বির্জিল ক্রমে ক্রমে ভারত সন্তানে ;
যে পিশাচদল বঙ্গে লক্ষ্মণ সেনেরে
বিনাহবে রাজ্য ছাড়ি দিয়া যবনেরে
পলাইতে বিধি দিল বৃদ্ধ বয়সেতে ;
যে পাপমতিরা আগে অখাদ্য খাইল,
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া নিল বিজাতি-ধরম ;
কুকাজ জগতে যত সকলি করিল,
পদ্মিনীর পদ্মগন্ধে চিতোর পোড়ালে,
কুলকামিনীরে দিল যবনেরে ডালি ;
সেই দুষ্টদল দেছে তোমারে মন্ত্রণা।
অনর্থক দুষিয়াছি ভারত তোমারে,
হিতাহিত জ্ঞানহীন সেই দুষ্টদলে
দুষি আমি মুক্তকণ্ঠে—হবে পরকালে,
তাদের উচিত শাস্তি ; অনন্ত নরকে
পচিবে আয়েসী-দেহ, উত্তপ্ত ডাঙ্গস
মারিবে শিরেতে শত ভীম যম দূতে,
কাটিবে শরীর সর্ব্ব কীট ভয়ানকে,
অগ্নি শীত কুণ্ডে দেহ দেবে অর্দ্ধ ভাগে,
চণ্ডালের হাত দিয়া হবুজন সব
পোড়াবে তাদের নাম পুরাবৃত্ত হ'তে।
বিষমাখা শতমুখী লইয়া কুযশ
বাষ্প যন্ত্রযোগে প্রহারিবে সেই মুখে,

উজ্জ্বল যে মুখ এবে কাল্পনিক যশে।

পাঠকগণ এই অবধি শুনেই আমার গা রাগে গরগরিয়ে উঠলো। আর স্বজাতির নিন্দা সইতে না পেরে বল্লেম, দুর হ হাবাতে তোকে, বলাই আমার ভ্রম হয়েছে। তুই জীয়ন্তে মাতৃ-ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়ে বৈধর্ম্মাচারী হয়েছিলি, তাতেও আবার ভ্রষ্টাচার বশতঃ খৃষ্টান-দিগকে জ্বালায়েছিস; মরণ কালে ঋণ-শৃঙ্খল প'রে গেছিস, এখন নরকের ভোগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এ প্রকার বলছিস, তোর কথা কে শুনুবে। যদি দেশের দশা অত্যন্ত মন্দ হয়, তবে তাই কি যুবরাজকে দেখান উচিত? ঘরে পাঁচি-ধুতি পরে ব'লে লোকে কি মজলিসে তাই প'রে বেরবে, না ল্যাতা ক্যাতা যা যেখানে আছে তাই বার ক'রবে? এই ব'লে রাগভরে প্লাঞ্চটিতে এক কিল মারিলাম। সেখানি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল, আমিও দোবজার পাকড়ি মাথায় বেঁধে তামাসা দেখতে বেরলেম।

যুবরাজের আগমনে কলিকাতার আলোক।

বাউলে স্বরে গাত।

আলো করে এলেন যুবরাজ এ কল্‌কাতায়।
সে শোভা আমি কহিব কায়॥
দেখ দেখ পেয়ে পতি, তুষ্ট হয়ে অতি,
কলিকাতা ভাবে গলিয়া যায়।
যেন বিজুলি-জড়িত, হীরক-রচিত,
অলঙ্কার পরি কি শোভা পায়॥
দেখ জনমে এমন, ভুবনমোহন,
শোভা কেবা আর দেখে কোথায়।
দেখ আলো হল কত, এল রাজা যত,
তবুতো (প্রজার) মনের আঁধার না যায়॥
দেখ যদি হতো পতি, প্রজাদের মতি,
পরম প্রফুল্ল হতো ধরায়।
বলি তাই সুনিশ্চয়, এত পতি নয়,
এরে উপপতি বল্‌ছে সবায়॥
দেখ নিজ পতি হ'লে, নিজ সুত ব'লে,
প্রজাদের কোলে নিতেন এথায়।
যত প্রজা মনোসুখে, সুপ্রসন্ন মুখে,
নিজ পিতার কোলে যেতো ত্বরায়॥

যুবরাজের কলিকাতায় আগমন।

২২এ ডিসেম্বরে কলিকাতায় মহা-ধূম পড়িয়াছিল, লোকে লোকারণ্য, রাস্তায় চলা ভার, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যেখানে যত রাজা ছিল, মায় পুরীর রাজা অবধি হাজির। যখন স্কুল মাষ্টার নাম ডাকিলেন, একটিও এবসেন্ট ছিলেন না; কাহারও বাটীতে কোন কাজ ছিল না; কাহার বাটীতে অন্নপ্রাসন, দিদীর বিয়ে, দাদার বিয়ে, কর্ণবেদের ওজর নাই, কাহার কোন পীড়া নাই, এমন কি, কয়েক দিবসের জন্য রামরাজ্য হইয়া পড়িল।

ধুপ ক'রে যেই মাত্র কামানটি পড়ি-য়াছে অমনি ইংরেজ-টোলা অঞ্চলে

দ্বারবন্ধগাড়ী, তার পিছনে গাড়ী, তার পিছনে গাড়ী; গাড়ীতে গাড়ীতে রাজ-পথে তিল মাত্র স্থান রহিল না।

এক্ষণে কলিকাতায় তিন প্রকার গাড়ীর ব্যবহার; সহজ গাড়ী, পিছনের গাড়ী, আর বন্ধ গাড়ী। পিছনের গাড়ীর এক্ষণে নিজ কলিকাতার মধ্যে তত ব্যবহার হয় না, খাল পার হইলে দেদার দেখা যায়। আর বন্ধ গাড়ীটি এটি নূতন চাল। যুবরাজের আগমনে এই গাড়ীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এমত কি, রথ-দোল দেখিবার মত লোকে প্রত্যুষে বন্ধগাড়ী দেখিতে ইংরাজ-টোলায় বাহির হইত। ইংরেজেরা যাহা কখনই দেখে নাই তাহা ঘরে বসিয়া দেখিয়া লইল, এমন কি, যুবরাজ যদি লুকাইয়া এক দিবস রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে, "উত্তরপাড়ার গেরেল" দেখিবার আশ মিটিত, আর ভবানীপুরে লুকাইয়া যাইতে হইত না। কিন্তু এ বিষয়ে বলে কে—

"যস্মিন্‌দেশে যদাচার
পারম্পর্য্যা বিধীয়তে।"

যদি সমস্ত ভদ্র লোকেরি বন্ধ শকট বাহির হইল, তবে বলিবার লোক রহিল কোই। কেবল বেঁড়ে চীল ধরা পড়িয়া গেল বৈত নয়।

সে কথা থাক, দেশাচারে কোন দোষ না হইলেই হইল। ২৩ এ ডিসেম্বর যুবরাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, একটা না বাজিতে সমস্ত কলিকাতা ঝেঁটাইয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত। আর বাকী যে কয়েক জন অন্ধ বৃদ্ধ খঞ্জ গরিব তাহারাও পার পায় নাই।

হগ সাহেবের আহার নিদ্রা ত্যাগ, রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া "পার্সি গ্যাট দেম" বলিয়া লাফাইয়া উঠেন; বিজ বিজ করিয়া বকেন। তাহার খানসামার নিকট শুনিলাম যে, কি ব্যারনেট ব্যারনেট ব'লে বকেন। এত লোকের হল্লা কি প্রকারে সুশৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া বাহবা লইবেন। এই ইষ্টমন্ত্র হইল, এত পরিশ্রমের ফল যায় কোথায়! সফল হইল, হগ সাহেব ব্যারনেট হইলেন; রাজা রাজড়ারা ধাকা খেয়ে দমন হোয়ে গেল, গরীব গুর্ব্ব ভিকারীরা চাঁদার টাকায় গোলদীঘি বাদামে দীঘি সালুকের মাঠে বসিয়া বসিয়া বার তের দিবস পেট টালিল। আর লোকে কি চায়? হগ সাহেবের জয় জয়কার হোক! বম্বায়ে রাজারাজড়ারা আসন লইয়া মহা গোল করেন, প্রিন্সেপের ঘাটে হগ সাহেব কাহাকেও নির্দ্ধারিত আসন দেন নাই, যিনি যেখানে ইচ্ছা বসিলেন; যত নিমন্ত্রিত লোকেরা বসিল, অনিমন্ত্রিত লোকেরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল; আমরা শুনিলাম যে, বর্দ্ধমানকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তিনি কোথায় ছিলেন

জানি না; অর্থাৎ জানিলেও লিখিব না।

লাট সাহেব আসিয়া সিরাপিশে গেলেন,

২১ তোপ।

ছোট কর্ত্তা এলেন,

১৫ তোপ।

যুবরাজের কলিকায় পদার্পণ।

রণতরী হইতে একুশ একুশ করিয়া তোপ; দুর্গ হইতে একুশ তোপ।

হগ সাহেব এড্রেস পড়িতে লাগিলেন—এদিকে লোকেরা রোদে হা কোরে একটা অবধি দাঁড়াইয়া আছে, কয়েক জন হিন্দুস্থানী আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, "দেখ ভাই রাম, আব্বি গাণ্ডারি (আ-কের টিকৃলি) আয়ে তো সব উঠ যায়।"

রাম কহিল "কেসা"

উক্ত ব্যক্তি উত্তর করিল "হাম তো ভাই একবারা পয়সা খায়।"

আমারও মনে হোল, কথাটা মন্দ বলে নি। গলা শুকাইয়া কাট!

এমত সময় গোল উঠলো "আশ্চেন আশ্চেন।"

অশ্বারোহীরা চলিল, কামান চলিল, ছোটকর্ত্তা চলিলেন। তাহার পর এক-খানি গাড়ী, অশ্ব মাতিল, তার পর

যুবরাজ।

হুরে হুরে! গড় গড় কোরে চ'লে গেলেন।

মস্তকে একটি শাদা পালক-বিশিষ্ট সোলার টুপী, তাহার নিম্নে কিঞ্চিৎ লাল লাল শ্মশ্রু।

আমরা অবগত ছিলাম যে টুপী ঘুরাইয়া হুরে হুরে করিলে ইয়ুরোপীয় রাজারা টুপী খুলিয়া মস্তক নত করেন। আমরা কত পাগড়ী ঘুরাইয়া কত হুরে করিলাম, একটি বারও টুপী তুলিলেন না।

পাঁচ ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া পার্সি সাহেবের ঘোড়ার ধাক্কা খাইয়া এই মাত্র দেখিলাম, তাহাতে বড় দুঃখ নাই, অনেকে ১০ দিনের পথ হইতে আসিয়াও ঐ প্রকার দেখিয়া গেছেন।

আমার পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানীটি ক-হিল, "কোন্ আদমি রাজা, ও সব তো এক" নাক সিঁটকাইয়া চলিয়া গেল। আমারও ঐ প্রকার বোধ হইল, এত বড় একটা রাজা একটিবারও চক্ কোল্লে না, চাক্ কোল্লে না, ঝক কোল্লে না, ঝাক কোল্লে না, শয়েক দুশ লোক মোল না, শয়েক দুশ গরিব লোককে রাজা কোরে দেওয়া হোল না, এতে কি এ দেশীয় লোকের রাজা বোধ হয়?

পৃন্সের নোট বহীতে দেখা গেল, "আমি অগ্রে নবন্যাসে পড়িয়াছিলাম যে, কলিকাতায় রৌদ্র বড় ভয়ঙ্কর, অনা-চ্ছাদিত মস্তকে লাগিবা মাত্র নয় সর্দ্দি গর্ম্মি, নয় বিকার হয়। প্রথমে সেই ভয়ে আমি টুপী খুলি নাই। তাহার পর নর্থব্রুকের দেখে আমি অনেক পরে টুপী খুলিয়াছিলাম, কিছুই হয় নাই। আর বলিতে কি, বিশেষতঃ কলিকাতার যুবকেরা আমার যে চুল ফেরানতে মোরে আছে, সে সমস্ত চুল উঠে এক্ষণে টাক পোড়েছে, কি দেখাইব।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



ছোট কর্ত্তা

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয় হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। অষ্টম সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩১৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

লর্ড নর্থব্রুক।

যুবরাজ কলিকাতা ত্যাগ করিবা মাত্র আমরা শ্রবণ করিলাম যে, লাট সাহেব তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে দিবস লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন, আমরা সে দিবস ঘাটে হাজির ছিলাম, তাঁহাকে দর্শন মাত্র আমাদের মনে ধরিল না, অতি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ লর্ড মেওর পর। মেও যেমন লম্বা তেমতি চওড়া ছিলেন, যথার্থ ভারতবর্ষের বড়কর্ত্তার উপযুক্ত, দেখে লোকের ভক্তি জন্মিত; আর চাল চোল বা কি! ঠিক আমির, শেরাজদৌলার বাবা। আজ বড় দর্ব্বার, কাল ছোট দর্ব্বার, আজ এ রাজাকে কাণ ধোরে বারকোরে দিলেন, কাল ওকে ছুটা চড় দিলেন; আজ বরাহ শিকার, কাল নাচ; আমোদ প্রমোদেই দেশ টলমল করিত। ঢাকের কাছে টেমটেমীর বাদ্য হোল।

নর্থব্রুক ইন্‌কম টেক্স উঠাইয়া দিলেন। কেন রে বাপু! তুমি লিবারল, (অর্থাৎ সর্ব্ববাদী রাজশাসন-প্রণালী-দীক্ষিত) বাড়ীতে থাকগে, বিলাতে থাকগে; ভারতবর্ষে কেন? এখানে এক-বাদী রাজস্ব-শাসনপ্রণালী, রাজার মতেই মত। এখানকার এমন আয় কি ত্যাগ করিতে আছে? প্রজারা অসন্তুষ্ট

হইয়াছিল, তা হলোই বা, বিলাতের লোকেরা তো অসন্তুষ্ট হয় নাই। তার পর ছোটকর্ত্তার মতের বিপক্ষে এ দেশস্থ লোকদিগের মত শুনিয়া "উচ্চ শিক্ষার" পক্ষপাত করিলেন। এটি কি তাঁহার উচিত কার্য্য হইয়াছিল? দেশের লোকের কথা শুনে এত বড় লোকটার সঙ্গে অকৌশল করায় "স্পিরিট ডি কোর" কি রহিল? বড়কর্ত্তা হইয়া বাজে-লোকের কথা শুনে কি এমত কাজ করিতে আছে? তাহা করিয়াই যদি ক্ষান্ত হইতেন, তা হলেওত বাঁচিতাম। কেমিনের জন্য আবার টেম্পল সাহেবকে ছোটকর্ত্তার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন। কি বিপদ্! গরিবদেশ ছেড়ে পালাল।

তার পরে বরদা; নিজে লিবারল একেবারে এবসোলিউট ডেস্পটিজেম রীতিতে কার্য্য করা কি সহজ কথা! দুকুল বজায় রাখিতে গিয়া একেবারে খিচুড়ি কোরে বসিলেন।

এত দিনে দেখেও শিখিতে পারিলেন না। লর্ড মেও যোধপুরের রাণাকে কাণ ধোরে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলেন; শুধুই যে বাহির করিয়া দিলেন এমত নহে, হাজতে দিলেন, ("টিল ফার্দ্দর অর্ডর") লোকে কথাটি কহিল না, উল্টে কত বাহবা পড়িল। অদ্যাবধি রাণার কর্ণের ব্যথা যায় নাই। ইনি কি না, সার শালারজঙ্গের নিকট বোকা বোনে বসলেন। ছি ছি! লর্ড নর্থব্রুক যে কর্ম্ম করিয়াছেন, মন্দই হইয়াছে, কিন্তু এ "মন্দ" শব্দটি তাঁহারি পক্ষে ব্যবহার্য্য। গরীব দেশস্থ লোকের পক্ষে নহে। দেশীয় লোকের সন্তোষার্থে তিনি অনেক কার্য্যই করিয়াছেন। ইংরেজেরা তাঁহার পোষকতা করিবে কেন? এক্ষণে লর্ড লিটন বাহাদুর ভারত-জমিদারীর নায়েব হইয়া আসিতেছেন। ইতি সুবিখ্যাত নবন্যাস-লেখক সার বুলার লিটন সাহেবের পুত্র। ইনি যে কি করিবেন, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ, ভবিষ্যতের ব্যাপার ভবিষ্যতে লিখিব। যদি বলেন "উঠন্তি মূলার পত্তনে জানা যায়" কিন্তু এখন অবধি পত্তনও হয় নাই যে জানিতে পারিব।

যুবরাজের সংবাদ।

যুবরাজ ২৮এ ডিসেম্বরে পাইকপাড়া রাজাদের বেলগেছের ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের দরুন্ বাগানে দেশী লোকের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন, বাগানটি অতি পরিপাটী রূপে সাজান হইয়াছিল। বিশেষতঃ অষ্টচালাখানি দেখিলে সেকেলে বিবাহের নাচঘর মনে পোড়ে যায়, তবে যে কিছু পরিবর্ত্তন সে কেবল সময় ও হেতুর জন্য মাত্র।

এ নিমন্ত্রণ যে এদেশস্থ সমস্ত জাতি মিলিত হইয়া করা হইয়াছিল, তাহা অষ্টচালা খানিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অষ্টচালার ছাদটি খেস্তানী করিউ-গেটেড্ লৌহ-নির্ম্মিত, দ্বারটি মুসলমানী (শেরেসেনিক) খিলেন এবং রাজ আসনের পিছনে হিন্দুদিগের ৮ কালীদেবীর ছটা। এমত মিল কি সহজ বুদ্ধির কর্ম্ম, অনেক কাট-খড় লেগেছিল। বোধ হয় এই অবধি মিল করিয়াই কাট-খড় শেষ হইয়া যায়। তাহা না হইলে যখন হিন্দু-দিগের বেদপাঠ করিয়া যুবরাজকে শুনান হইল, তখন মুসলমানদিগের কোরান্, শীকদিগের গ্রন্থ, খৃষ্টানদের বাইবেল, এবং উন্নত ব্রাহ্মদের—কি! (কিছুই নাই যে লিখিব) শুনান কর্ত্তব্য ছিল, তাহা হইলেই মিল সুদ্ধ হইত—চূড়ান্ত হইত। তবে কেন যে শুনান হইল না, বলিতে পারি না, বোধ হয়, হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দেশ-বাসীদের তত দূর রাজভক্তি নাই যে, ধর্ম্মের এক গালে চূণ আর একগালে কালী দিয়া কেলুয়া ভুলুয়া সাজাইয়া খেম্‌টা নাচায়। তাহারা সব "ডিসলয়াল" সব "ডিসলয়াল।"

৫০ টাকা করিয়া একখানি টিকিট, আমরা গরিব, তিন টাকা মাত্র প্রাণ, এত কোথায় পাব, মহাবিপদ, না যাই তো পাঠকেরা রাগ করিবেন, যাইতো ৫০ টাকা লাগে; অনেক ভেবে চিন্তে কোন উপায় না পেয়ে বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলি হ্যাদে, টিকিটের কোন উপায় টুপায় বোলে দিতে পার।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "তার ভাবনা কি, তুমি বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েসনে গিয়া, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর নিকট চাওগে না।

আমি মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, কথা টা কি জান, আমার সহিত তত আলাপটা নাই। আর বিশেষতঃ— জান ত।

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "আঃ! তাও কি তার মনে আছে, এবার থেকে আর অত কালী ঝুলি দিয়ে বার কোরি না। আর বিশেষতঃ তিনিও গরিবের ছেলে, টাকা কাকে বলে, বেশ জানেন।

"গরীব" কথাটি শুনে আমার চটকা ভেঙ্গে গেল; কহিলাম, গরীবের ছেলে ছিল বটে, কিন্তু আপাতক যে গালক বার হোয়েছে।

ইহা শুনিয়া বাসন্তিকা আমাকে ধাক্কা দিয়া বার করিয়া কহিলেন, "আঃ! একবার গিয়েই দেখ না। না হয় তো-মার পেষার নাম কোরে এক খানা টিকিট চেও, যুবরাজের জন্য তাহারা অনেক তামাসাগির একত্র কোরেছে।

এতক্ষণে আমার ভরসা হোল। কোমর বেঁধে হন হন কোরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, হোমরা চোমরারও কোলুকেটি পাবার যো নাই; আমার বড় দাদারা কেউ টক টক কোরে উঠে যাচ্ছেন, কেউ ধড় ধড় কোরে নেবে চোলেছেন। দেখেই তো প্রাণ উড়ে গেল। তাড়াতাড়ী টিকিটি পাগড়ির ভিতর লুকিয়ে ইংরেজী কেতায় (আমি এখন অনেক ইংরেজী কেতা শিখেছি) দম দম কোরে উঠে গিয়া আসিষ্টাণ্ট সেকরেটরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন মহাশয়, একখানা টিকিট পেতে পারি।"

সেক্রেটরী মহাশয় কিছু মাত্র উত্তর না দিয়া হাত পাতিলেন।

আমি জানিতাম বেশ্যালয়, পুলিস, আদালত, রেলওয়েই হাত পেতে থাকে, সে চাল হেথা অবধি এসেছে না কি! অবাক্ হইয়া ক্ষণেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার পকেটে একটি পয়সা ছিল, সেইটি বার করিয়া হাতে দিলাম।

সেক্রেটরী মহাশয় আমার প্রতি কটমটিয়ে চাহিয়া কহিলেন, "এ কি!!" আমি মনে করিলাম, বুঝি বড় কম হোয়েছে, মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, "আমি গরিব মানুষ আর কোথা পাব।"

সেকরেটরী মহাশয় রেগে কহিলেন "ডেম ইওর "কোথা পাব" ৫০ টাকা কোই।" পয়সাটি ছুড়ে ফেলে দিতে গেলেন। আমি অমনি থপ কোরে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে গুঁজে কহিলাম। বাপু হে, যদি ৫০ টাকাই দিতে পারব, তবে আর তোমার কাছে আসবো কেন, তা হোলে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে লিখে পাঠাতেম, আর টিকিট পেতেম।" ঢের গায়ে টায়ে হাত বুলালেম। ভবী কি ভোলবার, বোল্লে, হবে না গো, হবার যো নাই।

আমি বলিলাম "যুবরাজের কৌতুকের জন্য অনেক রকমের তামাসা রাখিতেছেন, আমাকেও তাদের মধ্যে পূরে দিন না। আমি তো বসন্তক, পূর্ব্বকালাবধি রাজা-রাজড়ার সভায় কোলকে পেয়ে থাকি, আজি কি আপনারা আমার হুঁকা বন্ধ করিবেন? আর যদি বলেন, সেকেলে চাল, পশ্চিমে রাজাদের দরবারে যুবরাজ অনেক দেখিতে পারেন, আবশ্যক কি? কিন্তু এমত "এন্‌লাইটেন" ভাঁড় তো আর কোথাও নাই, পেণ্টুলেন পোরে বলেন তাই পারি, ইজার পোরে বলেন তাই সই, ধুতি পোরে বলেন তাতেও আছি, কপ্নি পোরে বলেন তো, তাতেও পিছ পাঁও হই না। আপনি অনেক বাই, খেমটা, গায়ক, কন্‌সার্ট পেতে পারেন, কিন্তু আমার মতন আর দুটি সারা বাংলা খুজিলে পাবেন না।"

সেক্রেটরী বাবু হো হো কোরে হেসে একখানি টিকিট বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন।

আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া টিকিটখানি পকেটে পূরিয়া কহিলাম, মহাশয়, আর একটি নিবেদন আছে।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

আমি হাত যোড় করিয়া কহিলাম, মহাশয়, যদি অনুগ্রহ করিয়া না যান, আপনি থাকিতে আমি কল্‌কেটিও পাব না।

কি কি বলিয়া বাবু কেদারা থেকে উঠিলেন।

আমি ছুটে ফটক পার। হন হন কোরে চোলে বাটীতে উপস্থিত হয়ে আহারাদি ক'রে রাত্রে বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আলোয় আলোয় স্ফটিক ফুটে গেছে। দেখে আমার গুপ্তবৃন্দাবন মনে পোড়্‌লো, নামটিও যেমন, সেজেছিলও তেমন, আহা! দেখে প্রাণ যুড়িয়ে গিয়েছিল!

বাগানের প্রবেশদ্বারেই দিব্য ফটকটি করা হয়েছিল, দিবসে যত সুন্দর দেখাইতেছিল, রাত্রে তত সুন্দর দেখায় নাই, তার পর এঁক্‌তে বেঁক্‌তে গেলাম, "তথাপ্যাকচালা খানা দৃষ্ট হইল।"

দ্বারদেশে রিসেপসন কমিটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কমিটিটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

হিন্দু।

ব্রাহ্মণ, ঠাকুর গোষ্ঠী।

কায়স্থ, শোভাবাজারের দেবেরা।

নবশাখ ও তেলি তাম্বুলি ইত্যাদি বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

মুশলমান।

আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর

আর কএক জন ঢাকাই নেড়ে।

পাড়াগেয়ে জমিদার।

রাজা প্রমথনাথ।

বৃদ্ধ।

রাজা রমানাথ ঠাকুর।

অর্দ্ধ বৃদ্ধ।

বাবু দিগম্বর মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

নব্য সম্প্রদায়।

রাজা যতীন্দ্রমোহন বাহাদুর।

বালক।

পাইকপাড়ার কুমারেরা।

কানা।

সেখ আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর।

কালা।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল।

কমিটি দেখিয়া কাহার না ভক্তি জন্মে।

মাছিটি অবধি এড়ায় নাই।

আমি বাগানে প্রবেশ করিয়া অষ্ট-চালার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, অমনি সাত আট খানা প্রগ্রাম আমার হাতে আসিয়া পড়িল। আমি যথাবিধি সেলাম করিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলাম।

একজন লোক আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন "এখানে দাঁড়াইবার হুকুম নাই, ভিতরে গিয়া বসুন।"

কি বিপদ! আমার যুবরাজকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, ভিতরে গিয়া বসিলে গোলমালে কি দেখিতে পাইব? বসা হবে না, দাঁড়াইতেও দেয় না, বারোশতেরো ভাবিয়া নামিয়া গিয়া রাস্তার ওধারে দাঁড়াইলাম। কি বিপদ! তথায় হামৃদা সার্জ্জন আমাকে দেখে কাছে সোরে এল; আমি অমনি পকেট থেকে পেনসিল বাহির করে প্রোগ্রামে লিখিতে লাগিলাম, সার্জ্জন ভায়া নিকটে আসিয়া উঁকি মারিলেন, আমি চোক্ মোট্‌কে আঁধারে খই খেলাম।

সেও ত্রুটি করিল না, ভাব্‌লে এক জন রিপোর্টর হইবে।

হাঁপছেড়ে বাঁচলুম।

সম্মুখে চাহিয়া বাহার লইতে লাগিলাম।

সম্মুখে রিসেপ্‌সন কমিটির সভ্যেরা, সর্ব্ব শেষে কৃষ্ণদাস, তাহার পরে ছোট-কর্ত্তার গোঁফ ঠিক যেন মেঘের আড়ে ধূমকেতু, তাহার পরে কালীর ছটা, হদ্দ বেহদ্দ বাহার।

গড় গড় কোরে চার ঘোড়ার গাড়ীতে যুবরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একশ আট বোম।

ছোটকর্ত্তা অভ্যর্থনা করিয়া ফর্দ্দ খুলিয়া গড় গড় করিয়া নাম পড়িয়া চলিলেন।

চারিদিক্ হইতে সেলাম।

যুবরাজ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা না হইলে আর পারেন না। দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন।

যুবরাজ সিংহাসন অর্থাৎ সোণালী গিল্‌টি করা ইজিচেয়ারে গিয়া বসিলেন।

স্মার্ত্তচূড়ামণি ভরতচন্দ্র শিরোমণি ওঁকার শব্দে ধান্য দূর্ব্বা লইয়া রাজপদে আশীর্ব্বাদ স্থাপন করিলেন। গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গিয়া দেখেন যে, শ্রীপদে বিলাতী বুট। কি করেন, পদধূলির পরিবর্ত্তে বিলাতী বুটের ধূলি উত্তরীয় বসনাঞ্চলে লইয়া শান্তি শান্তি ইত্যাকার গম্ভীর শব্দে কমিটির প্রত্যেকের মস্তকে, বক্ষে, চক্ষে বুলাইয়া দিলেন।

কাশ্মীরের রাজা হা কোরে চেয়ে রইলেন। তাঁহাদের দেশে ব্রাহ্মণে মুর্গী খায় বটে, ত্রিসংস্পর্শে মুশলমান

সহিংসে আহারাদির দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে বটে, কিন্তু এ বুড়ো বামুনী ইয়ংবেঙ্গলী খিচুড়ির জোড়নের ঘটা দেখে হাঁ কোরে পড়িলেন।

বেদপাঠ হইতে লাগিল।

কাশ্মীরের রাজা কর্ণে অঙ্গুলী দিলেন।

মুলো গোপাল তান ধরিল।

কাণে পেনা দিলেন।

কন্‌সার্ট বাজায় গলদ্‌ঘর্ম্ম।

দাওয়ান কৃপারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এ দেশে কি (জোলা) নামে এক জাতি আছে, যারা না হিন্দু না মুশলমান, যারা হিন্দু ও মুশলমানের মিশ্রিত চালে চলে, এ কি তাদের বাজনা?

কৃপারামের বিদ্যা রাজারি মত, ফিরিয়া নীলাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নীলাম্বর কহিল, যে এর নাম "কন্‌সার্ট" এটি বিলাতী যন্ত্রে দেশী কার্দ্দানি।

কাশ্মীরের রাজা হাসিয়া কহিলেন, বুঝেছি, তবে এরই নাম হাপকাষ্ট, যা নিয়ে এত গোলযোগ হোচ্ছিল। দেখ নীলাম্বর! তুমি একর, ও কর, তা কর, যা কর, কিন্তু এদের আমার দেশে কিম্বা বাটীতে ঢুকুতে দিও না, দিও না, দিও না, দিও না। দেশের সব ছেলে খারাপ করিবে।

ন্যাসতরঙ্গ বাদ্য আরম্ভ হইল।

ন্যাসতরঙ্গের স্বর অতি কুৎসিত, সাপুড়ের তুবড়ীর মত। একজন লক্ষ্ণৌয়ের মুশলমান জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি? আবাজ ভারি খারাপ।

আমি গর্ব্ব করিয়া কহিলাম, উঠে দেখ না। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, সভার রীতিমতে কেদারার উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, নামিয়া মুশলমানকে তুলিয়া দিলাম। সে একবার উকি মারিয়া শীঘ্র নামিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখেচেন।

সে হাসিয়া উত্তর করিল "আমাদের দেশে মেথরেরা অনেক বাজিয়ে থাকে।

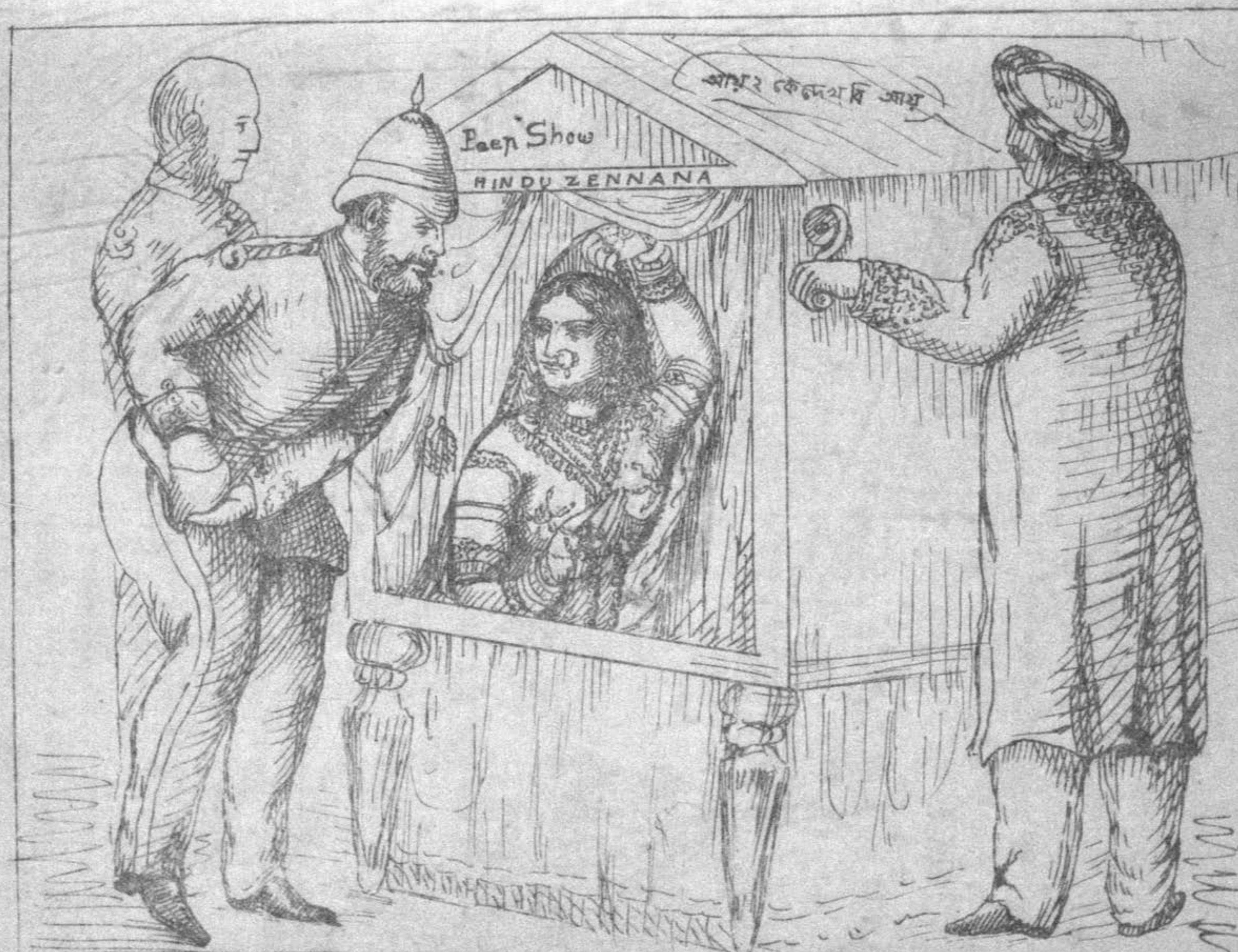
রাজকুমার উঠিয়া জলযোগ করিতে গেলেন, বাছা বাছা বড় বড় লোক উপরে গেলেন, বাজে লোক একতলার পাতে অর্থে টেবিলে বসিয়া গেল।

বেলগেছের বাগানের বাঙ্গালী খানা।

বেলগেছের বাগানেতে যে খানা গিয়েছে।
দেখে শুনে এ গরীব তাক হয়ে গেছে॥
যতেক হিন্দুর সুত, সুত নয় ভূত।
যে কাণ্ড করিল তথা ন ভাবি ন ভূত॥
খানা লয়ে টানাটানি হানাহানি করে।
যথা শকুনের দল ভাগাড় উপরে॥
হিন্দুদের কথা আমি কহিব কি ক'রে।
ইংরেজেরা দেখে শুনে লজ্জা পেয়ে মরে

বৃদ্ধতম রমানাথ ঠাকুর প্রধান।
প্রথমে প্রসাদ পেতে ছুটে বোসে যান॥
অন্ত নাই দন্ত নাই চোল স্বন্ধ নড়ে।
শেষদশায় শুধু তাঁর প্রাণ্‌টি আছে ধড়ে॥
হইয়াছে বটে রাজা উপাধি ইহাঁর।
রাজা হোলে খানা চাই ভেবেছেন সার॥
এই সার ভাবি মনে গাড়লের মত।
খানা খেতে অগ্রসর পাড়াগেঁয়ে যত॥
তাই বুঝি এ দেশের লাট মতিমান।
রাজা উপাধিটি তাঁরে করিল প্রদান॥
তিন কাল গেছে তাঁর ঠেকিয়াছে শেষে।
কত রঙ্গ দেখাইবে এ বৃদ্ধ বয়েসে॥
সবে জানে বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি শুদ্ধি হরে।
বায়াত্তুরে দশা ধরে দেখি সর্ব্বত্তরে॥
তাঁর তাহা শোভা পায় কি কব অধিক।
তাঁর অনুগামী যারা তারা ধিক্ ধিক্॥
ক্রমে ক্রমে ছোট বড় যত তথা ছিল।
তাঁর অনুগামী হয়ে খানায় বসিল॥
আস্ত আস্ত গোস্তগুল লাগিল গিলিতে।
সামান্য গোরাও দেখে লাগিল হাসিতে॥
ভেতো বাঙ্গালীর ছেলে শুধু ভূমে বোসে।
হাত দিয়ে খেতে জানে শাক ভাত কোসে॥
তারা কাঁটা চামচ কি পারিবে ধরিতে।
দুই হাত দিয়ে আড়ে লাগিল গিলিতে॥
মিশাইল মিষ্ট ঝাল তিক্ত এক সঙ্গে।
খান্‌সামারা অবাক্ হইয়ে হাসে রঙ্গে॥
বটে রে নূতন কাকে কি খেতে শিখিলে।
বুড় কাকে হারাইয়ে দেয় অবহেলে॥

ধিক্ ধিক্ তোমাদের লেখা পড়া শিক্ষা।
আজি কি তাহার এই দিলে হে পরীক্ষা॥
লেখা পড়া শিখে লোকে উচ্চাশয় হয়।
তোমরা শিখিয়ে শুধু হ'লে নীচাশয়॥
ইংরেজের উচ্চগুণ যে সকল আছে।
তোমরা কখনো নাহি যাও তার কাছে॥
শিখিয়াছ খানা খেতে মাতাল হইয়ে।
মান অপমান প্রতি না দেখ চাহিয়ে॥
তিল মাত্র তোমাদের তেজ কভু নাই।
এক পেট খেতে পেয়ে মানে দিলে ছাই॥
এত পড়া শুনা করি কাপুরুষ হোলে।
তবে কেন কেন সবে হইয়ে না মোলে॥
এ বিদ্যার চেয়ে বরং অবিদ্যাতো ভাল।
তা হলে বরঞ্চ তেজ থাকিত বিশাল॥
খানা খান দোতালায় বসি বাবু যত।
মাঠে পড়ি হিম খায় রাজা শত শত॥
একপেটে হিম খেয়ে হইল অধীর।
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে নাহি হয় স্থির॥
কলিকাতার ভাব দেখি সকলে অবাক।
যত মুটে মজুর অবধি হোল তাক॥
রাজাদের দুঃখের নাহিক আর সীমা।
ঘরে বোসে লক্ষা ভাগ করে কালনিমা॥
এত খানা নয় শুধু ভারতীরে সারা।
কি কাশ্মীর পাতিয়ালা দেখে দিশাহারা॥
কাঁদালে তোমরা শুধু ভারত মাতারে॥
আর বঙ্গবতী সতী কাঁদে অশ্রুধারে।
তাই বলি কি আর বলিব হায় হায়॥
"গুণ হয়ে দোষ হোলো বিদ্যার বিদ্যায়॥"



A PEEP SHOW FOR A SOVEREIGN. ONLY FOR A SOVEREIGN. "এত দিনে হিন্দু মেয়ের ঘোমটা পর্দ্দা ফাঁক." অমৃত বাজার পত্রিকা—

অমৃত বাজার হইতে উদ্ধৃত।

বাজিমাৎ।

বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাংরূপা হয় গোবরে শা-লুক ফোটে॥
ফিক্রুদানে এক তাড়াতে কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ্ কাত্তুরে ভেকো হলো কেয়াবাৎ কেয়েবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়॥
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গলার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাসে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবদল, বিদ্যাসাগর কোথা।
মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুয্যের বেটা বলিহারি যাই।
সস্তাদরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই॥
ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস একবার দেখ চেয়ে।
বকুলতলায় পথের ধারে কত শত মেয়ে॥
কালো, ফিকে, গৌর, সোণা—হাতে গুয়াপান।
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥
আসবে রাজা, রাজ্‌পারিষদ, লাট্ সাহেবের মেয়ে।
মারবেল মারা গিল্টি হ'লে, একবার দেখ চেয়ে॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন্।
বিষ্ণুপুরে মিন্‌সের দেখ বোড়ে টেপার গুণ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল্‌কাটালে পুথি ঘেঁটে ঘেঁটে।
আইনপেসার পেস্কারিতে মান্‌টা গেলঘেটে॥
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় মাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস্, আই॥"

হেদে ও সইরবাসি আর্ কি হাসি হাস্‌বি রেড়ো ব'লে।
দেখ্‌না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব।
নাড়ীটেপা কেরার সাহেব, বার্‌টেল নায়েব॥
আর কেনলো ঘোমটা খোল কসির কথা রাখো।
লাইট্ পেয়ে রাইট্ হয়ে পার্ হওলো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কব্‌জা তুলে দেখ্‌বে বাজু দেখ্‌বে কাণের ফুল।
দেখ্‌বে কণ্ঠি কণ্ঠহার পিঠের ঝাপাফুল॥
আয় এয়োগণ কর্‌বি বরণ প'রে চরণচাপ।
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধর্‌বে নাকো সাপ॥

এগিয়ে এসো বুড় ঠাক্রুণ সাৎপোয়াতিরমা।
তত্ত্ব পাবেন তোমার তিনি তাওকি জান না॥
সোণার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই
ধুতি।
নজর দিয়ে দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি॥
বাহবা বুক বুড় বয়েসে গলায় কাপড় দিয়ে।
রাজ্‌পূজাটি কল্লে ভাল ফুলের মালা নিয়ে॥
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বামুনের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি
লয়ে॥
এখন—দাঁড়াও স'রে বুড় দিদি হাসিল্
হলো কাজ।
দেখ্‌বো আমি ভাল ক'রে আর এয়োদের
সাজ॥
আয় না লো সব একে২ গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন॥
ভয় করোনা এক্‌লা আমি দেখ্‌তে নাহি চাই।
রাজার ছেলের আব্‌ডালেতে উকি মার্‌বো
ভাই॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা
হ'তে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো
তারে॥
বল্‌তে কথা বাছা বাছা কদম্ ফুলের ঝাড়।
ঘেল্লো আসি রাজকুমারে ভাঙ্গলো কবির
ঘাড়॥
হীরার ঝলস্ সোণার কলস্ হাতঝুম্‌কার
বোল্।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি শাঁকের গণ্ডগোল॥
বারাণসীর খস্‌খসানি উঠ্‌লো মহা ধুমে।
সারবেলেতে মলের টমক্ বাজ্‌লো রুমে
রুমে॥
কবি হৈল হত ভোম্বা হিন্দুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক॥
বাঙ্গলায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী-কুল-কামিনী হইল স্বাধীন॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লিগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি।
সারানিশি গঞ্জনার চোটে কাটে মাটি॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।
শয়নগৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে॥
"খালি সাটিনের সাজ, কেটিন্ হাকান্।
কেবল সেলাম্ বাজি লেবিতে বেড়ান্॥
দিন রাত ঘূরে ঘূরে মরেন কেবল।
ঘোড়দৌড়ে টউন্ হলে মুড়িয়া মক্‌মল॥
ক্লাইবলাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি।
তাতেও গলদ্ এত—কি কব লো দিদি॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চান্দা দিতে চান্দি কাটে মানের গুড়ে বালি॥"
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্ত্তাটী জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান॥

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝঙ্কার॥
'পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে।
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে॥

রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদমাখা হাত।
সাতপুরুষে সভ্য মোরা হলেম শুদমজাৎ ॥
পড়্‌তে পারি বল্‌তে পারি ইংরাজী ভাষায়।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায় ॥
'এন্‌লাইটেন'সবার আগে কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান ॥
পায়ে বুট জোব্বা গায়ে গলায় সোণার চেন।
তক্মাওলা আড়দালিতে হয়না শুধু "ফেম্ ॥"
বাপপিতামোর নামে খালি হয়নাকো
রাজভেট।
"টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট্ ॥"
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার হিরাল-
ডরি বুক্।
বাগিয়ে কেমন এক মিনিটে লাগিয়ে দিলে
হুক ॥"
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়।
এই রূপ গঞ্জনায় সারা নিশি যায় ॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী।
বড় নাম বড় জাক বোঝা গেছে জারি ॥
দূর ক'রে টেনে ফেল — টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হয়ে ॥
"বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল
ফেসে।"
রায় বাহাদুর নামটাও ছি না পাইলে শেষে ॥
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস্‌বাজি, মন্দ তুমি ভারী ॥

জজের গৃহিণী কন "ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবেল্, পদ বিলায়তি ॥
ছোট লাটের আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি।
লক্ষ গুণ বড় লোক বল দেখি একি?
কুঠী নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়।
তোমার কোর্টের উকীল তোমাকে হারায় ॥
ছি ছি, ছি ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরী।
শুদ্ধু খালি মার্কা মারা প্যাদার "লিবরি" ॥
ভাবতুম বুঝি কেষ্ট বিষ্টু তুমি এক জন।
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ ॥
ওমা ওমা পোড়া ভাগ্যি উকীলের ওঁচা।
হাড়জ্বালাতে পারেন খালিএনে নথিরগোচা ॥
ব'লে—ঠোন্‌কা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায়
যান।
মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙ্গতে তাঁর মান ॥

পোনা পুঁটি খয়রা চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত ॥
কেহ বলে আমার কর্ত্তাটি সে সুৎসুদ্দি।
ফ্যাটা বেধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি ॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতী চাটকে।
দিয়া নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে ॥
তার টাকা তার কড়ি তারি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন ॥
শেষে যবে 'হোমে' যায় ছুবছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে ॥
এই তো এলেম্ তাঁর বিদ্যার ওজন।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন ॥
বলে দালালের মাগ্ দালালী ব্যাপারে।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ্ রোজগারে ॥
পেটেতো কড়িটি ভোর্ কাল আঁচড় নাই
রাজপুত্র সে কেমনে আনে বল ভাই ॥

কাগজের এডিটারি ক'রে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা ॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায়লো স্যাঙ্গাৎ।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ ॥
লেখে এত পড়ে এত এত ছাপা ছাপে।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে ॥
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণ নাম কর।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর ॥
ডিপুটীর ভার্য্যা কন আমাদের তিনি।
চৌকিদারী কাজে পটু মফঃসলে 'গিনি' ॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বল্‌বো কিলো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার ॥
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালী।
সাতশ টাকা মাইনে হ'লে হদ্দ ঠাকুরালী ॥
মন্দ বড় তবু এতে চোক্‌রাঙ্গানী কত।
ঘুটের ঢিপি ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত ॥
হোতাম যদ্যপি কোন উকীলের মাগ্।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ ॥
সে রমণী বলে বোন্ 'এপিট্ ও পিট্।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট্ ॥
যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চোদ্দ ভূতে প'ড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন ॥
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজ্‌লাসে এজ্‌লাসে।
তিন তেরটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়।
ওদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায় ॥
আমি উকীলের মাগ্ কথা শোন্ বোন্।
মুখুয্যের সঙ্গে কার করোনা ওজন ॥"
বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা।
বলে ধীরে ধীরে এক নারী এসে সেথা ॥
আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারী উকীল।
মুখুয্যের "সিনিঅর" উকীল্ সিবিল্ ॥
বয়েসও হয়েছে কিছু, বদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে ॥
পাকা হিন্দু প্রতিদিন দুর্গানাম করে।
তবুও রাণীর ছেলে ঢুক্‌লো না লো ঘরে ॥
ডাক্তারের নারী কহে ভারী ত মর্দ্দানী।
নাড়ি টিপে জারি কত ঘরেতে শাসানী ॥
পারেন কেবল পাড়ায়২ পিটিতে ধম্বল।
মরণকালে শরণ "চিবর" 'পাট্রিজ' সম্বল ॥
মরেন কেবল পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দেব ঠুকে ॥
কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে ফোপায়।
মাষ্টারের "মিসট্রেস্‌রা" গোয়াল ঘরে যায় ॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায় ॥
কান্তা আসি হাস্য মুখে বলে কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে সোণা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সার রাতি।
কালি ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, নষ্ট ক'রে বাতি॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই কলম ঠেলায়।
সাড়্ রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি ব'য়ে যায় ॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বল্লুরিবন, চাকি চাক্‌তি, কিম্বা জরির থোপা॥
কবির শিরোপা কবে কি দেখাব ধনি।
শুনে রামা রাঙ্গা ঠোট ফুলায়ে তখনি ॥
ধাক্কা দিয়ে গর্‌গরিয়ে চ'টে চ'লে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায় ॥

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয় হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাক্তকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। নবম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩, টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩১৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

নসিরাম মেলা।

বিশেষ সম্বাদদাতা হইতে প্রাপ্ত।

মহাশয়!

এবার নসিরাম মেলা বড় ধূমে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষের আনন্দের আর সীমা ছিল না। নৌকার বাচ, পাকাফল পরীক্ষা, কাঁচা-ছোলা, তিশি, গম, সরিসা, কচু, মূলো, কোপি, কার্পেট, মৃত্তিকার আম্র, বেণে পুত্তলিকা, হাতে আঁকা ছবি, কুস্তী, লাঠালাঠি, মাতামাতী ইত্যাদির কোন ত্রুটি হয় নাই। এমন মেলা আর কখন হয় নাই, হবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। আমি দেখে শুনে চেকে চুকে অবাক হইয়া পড়িয়াছি। কি আশ্চর্য্য! বালিকা বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি তিন বৎসর অবধি বার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালিকা একত্র করা হইয়াছিল, এবং অনেক বালকও জড় হইয়াছিল।

এপ্রথাটি বড় মন্দ নয়, ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বিলাতি কোর্টসিপ হইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের আর বালক কিম্বা বালিকা হবার যো নাই। বেল পাকিলে কাকের কি? আমাদের ভাগ্যে আর ঘটিবে না। বালিকাদিগের কি পরীক্ষা হইবে, কিছু-স্থির করিতে না পারিয়া তাহাই অগ্রে দেখিতে গেলাম। কে ভাল পুতুল খেলিতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষেরা একত্র হইয়া বালিকাদিগকে তাহারই পরীক্ষা

করিতে আরম্ভ করিলেন। যে কএকটি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা অবিকল লিখিলাম।

১ ম প্রশ্ন।—বৌ-মুখ দেখাও ?

১ ম বালিকার বয়স্ ১২ বৎসর, সলজ্জভাবে মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

এক্‌জামিনার শূন্য নম্বর দিলেন। বালিকাটি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

২য় বালিকা—বৌ-মুখ আবার কি! আমরাত বৌ হব না, একেবারে গিন্নী হব।

এক্‌জা। মন্দ নহে, কিন্তু উৎকৃষ্টও নহে।

৩ বৎসরের বালিকাটির নিকটে গিয়া "এক্‌জামিনার" জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! বৌ-মুখ দেখাও দেখি। সে হাসিয়া বৌ-মুখ দেখাইল। এক্‌জামিনার—বাহবা! ১ম প্রাইজ। আমি অবিকল নকলটি তুলিয়া লইয়াছি, দর্শকেরা দৃষ্টি করিয়া ১ম প্রাইজের উপযুক্ত কি না, দেখিবেন।

২ প্রশ্ন—১০ সেরি ঘড়া কক্ষে করিয়া কি প্রকারে জল আনিবে ?

৩য় বালিকা—ঘড়া কাঁকে কল্লে আমার কোমর ভেঙ্গে যাবে, আমি তো পারব না, আমি বড় মানুষ দেখে বিয়ে করব।

১ম বালিকাটি মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "ঘড়াটি কক্ষে করিয়া ঘাটে যাব" ঘাটে সঙ্গিনীদের সহিত গল্প করব, আসবার সময় ঘড়াটি শিঁড়ির উপর থেকে ছেড়ে দিব, ঘড়াটি জলে যাবে, আমি ঘরে যাব।

একজা—তাহা হ'লে জল আনা হ'ল কৈ ?

১ম বালিকা—ঘরে যাবে, জলে যাবে। যাবে যাবে ভগ্নাংশ মতে কেটে গেল; ঘর আর জল রহিল; তাহা হইলেই ঘরে জল হইল।

এক্‌জা—উৎকৃষ্ট! উৎকৃষ্ট! বালিকাটি ভগ্নাংশ অবধি শিখিয়াছে, কি বুদ্ধি! কি বুদ্ধি!

৩য় বালিকা হাসিয়া কহিল; স্ত্রীলিঙ্গে উকৃষ্টা হইবে।

একজা—হাঁ হাঁ ওটা অভ্যাস বশত। উৎকৃষ্টা উৎকৃষ্টা! তবে ওকেই প্রাইজ দেওয়া যাক।

৩য় প্রশ্ন—শাশুড়ীর সহিত ঘোমটার ভিতর হইতে কি প্রকারে কথা কহিবে ?

বালিকা—ঘোমটা দেওয়া এটি বড় কুপ্রথা, শাশুড়ী তিনি মা হন, তাঁর সমক্ষে আর ঘোমটা দেব কি ?

এক্‌জা—আর যদি ভাশুর থাকে ?

বালিকা—ভাশুরের সঙ্গে কখন তো এক বাটীতে থাকব না, যে তার কথা, এটি বড় মন্দ প্রথা।

৪র্থ প্রশ্ন—ঘর ঝাঁট দিতে পার্‌বে?

বালিকা—ঝাঁটা হাতে কল্লে হাত বড় শক্ত হ'য়ে যায়, আর ধূলা উড়ে শরীর ময়লা হ'য়ে যায়।

৫ম প্রশ্ন—তবে কখন কি ঝাঁটা হাতে কর্‌বে না?

বালিকা—হাঁ কর্‌ব বৈ কি, স্বামী কিম্বা আর কেহ যদি আমাদের বিদ্যানুশীলনে বিমুখ কর্‌তে চায়।

একজা—বিদ্যানুশীলন কাকে বল?

বালিকা—কেতাব পড়া, মাসিক পত্রিকা পড়া, কার্পেট বোনা।

একজ্জা—ভাত রাঁধা, খাবার দাবার দেখা, গৃহস্থের কর্ম্ম করা?

বালিকা—ও সব কর্‌লে আমাদের উন্নতি হবে কেন।

একজা—তবে তোমাদের রাঁধবে কে?

বালিকা—কেন ব্রাহ্মণে।

একজা—তোমার স্বামী যদি ব্রাহ্মণ রাখিতে অপারগ হন?

বালিকা—তবে আমাদের মত উন্নতিশীলা বালিকাদের বিবাহ না করাই উচিত।

একটি বালক ক্রন্দন করিয়া কহিল, যা! তবে আমার বিয়ে আর হ'ল না।

এক জন শ্রোতা ঠিক বোলেছ বাবা, এত বিবাহ নয়, এ হাতী পোষা।

সকলে—কেও কেও। বড় অসভ্য লোক। বার কোরে দাওঽ।

মহা গোলযোগ হইল। ক্ষান্ত হইলে পুনশ্চ প্রশ্ন আরম্ভ হইল।—

একজা—আচ্ছা যদি দৈবক্রমে ঘোটে যায়?

বালিকা—যদি দৈববশতঃ ঘোটে যায়, তো শাশুড়ী থাকিবেন কি কোত্তে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, যদি শাশুড়ীর এক দিন পীড়া হয়,আর শ্বশুর কুঠীর ভাতের জন্য ব্যস্ত হন, তা হোলে কি কর্‌বে?

বালিকা—বোসে বোসে কার্পেট বুন্‌ব।

প্রশ্ন—শ্বশুর পিতার তুল্য, তাঁর জন্য কি এক দিন রাঁধিতে পারিবে না।

বালিকা—যার বিয়ে তার শাড়া নাই, পাড়া পড়্‌সীর ঘুম নাই। যার পিতা সে বুঝ্‌বে।

প্রশ্ন—ভাত রাঁধিতে পার?

বালিকা—"ছিঃ!

প্রশ্ন—আলু ভাজ্‌তে পার্‌বে?

বালিকা—ছিঃ ছিঃ! হাস্য।

প্রশ্ন—সকালে কি কর্‌বে?

বালিকা—প্রাত্যহিক পত্র পড়্‌ব।

প্রশ্ন—আহার কোরে কি কর্‌বে?

বালিকা—কার্পেট বুন্‌ব।

প্রশ্ন—স্বামী গ্রীষ্মে তেতে-পুড়ে আফিস থেকে এলে কি কর্‌বে?

বালিকা—আমাদের স্বকৃত কবিতা পাঠ করে অঙ্গ শীতল করে দিব।

প্রশ্ন—তোমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত কে?

বালিকা—বঙ্কিম বাবু।

বিধবা পণ্ডিতনী ১ম বালিকাটির গাত্র টিপিয়া কানে কানে বলিয়া দিলেন, বল বিদ্যাসাগর।

১ ম বালিকা—বোল্‌তে হয় আপনি বল না কেন ?

প্রশ্ন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক কোন্‌ খানি ?

বালিকা—দুর্গেশনন্দিনী।

পণ্ডিতনী প্রথম বালিকাটির কর্ণে কর্ণে কহিল।" না না বেতাল পঞ্চবিংশতি, আর সীতার বনবাস।

বালিকা—না আমি বল্‌তে পারব না, তুমি সব কথায় বিদ্যাসাগরের নাম কর, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি বল না কেন।

একজা—"কি বোল্‌ছ মা! স্পষ্ট কোরে বল, তোমার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক কোন্‌ খানি। সত্য কথা বোলো, কোন ভয় কোর না।

১ম বালিকা—সলজ্জভাবে "বিদ্যাসুন্দর"

সকল বালিকা—ছি ছি! ওমা তুই বিদ্যাসুন্দর পোড়েছিস, কি লজ্জার কথা! বঙ্কিম বাবু বোলেছে সে অশ্লীল পুস্তক, তা কি পোড়্‌তে আছে ?

১ম বালিকা—ছি ছি আবার কি! পড়্‌তে দোষ কি? আর তোমরা যে বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়েছ, দুর্গেশনন্দিনী পড়েছ, সে যে বিদ্যাসুন্দরের ঠান্দিদী।

বালিকা—দূর পোড়ার মুখি! সে যে বিদ্যাসাগরের লেখা, সে কি অশ্লীল হোতে পারে ?

১ম বালিকা—মহাক্রোধে "তুই যে বড় আমায় পোড়ারমুখী বোল্লি; তুই পোড়ারমুখী হতভাগী।

বালকবৃন্দ মহাহ্লাদে "নারদ নারদ।" ইত্যবসরে পণ্ডিতনী ১ম বালিকার কক্ষ টিপিয়া, "তোর বড় আস্পর্দ্দা হোয়েছে, চল, আগে ইস্কুলে চল, শেখাচ্ছি।

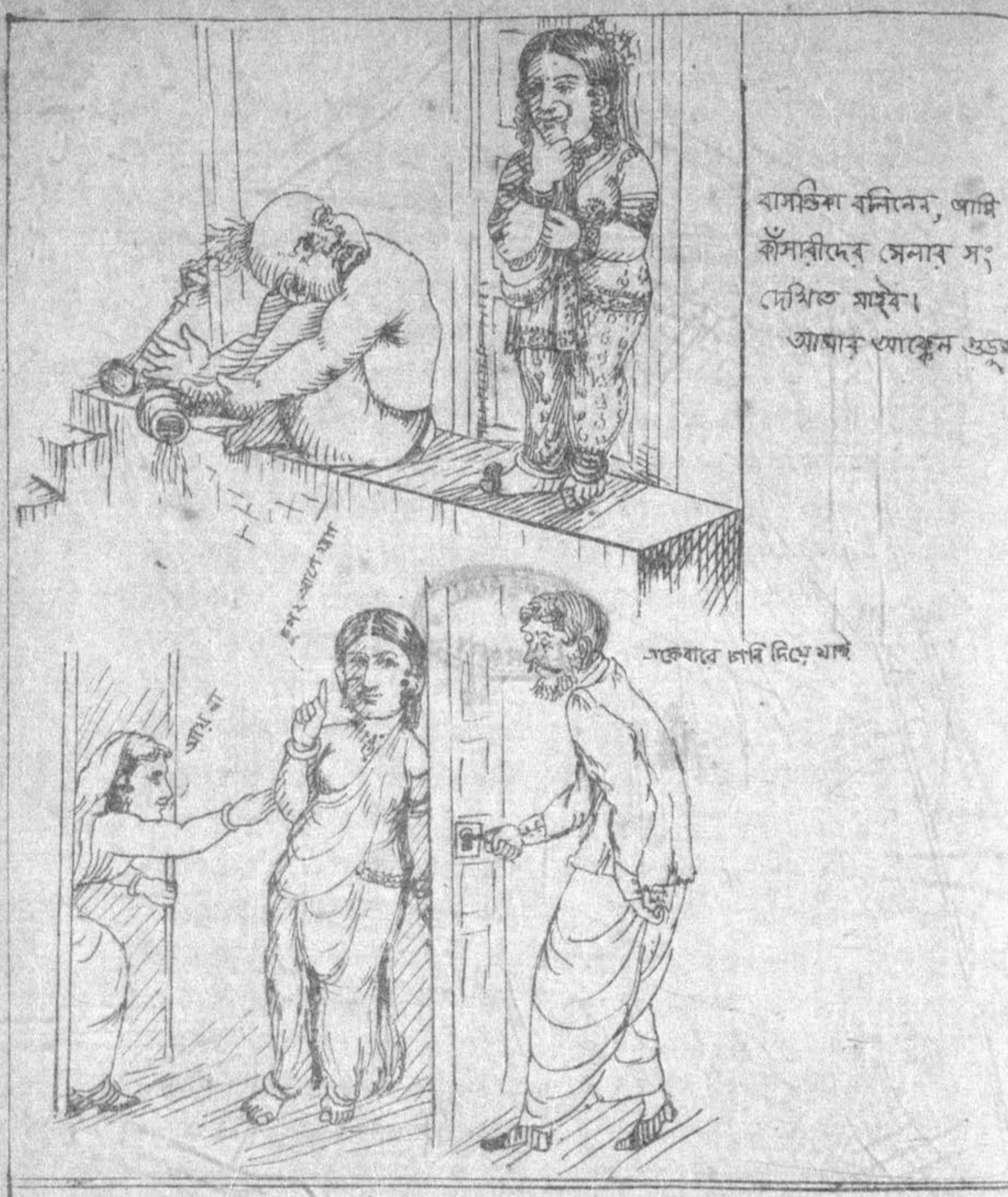
১ম বালিকা—আঃ চিম্‌টি কাট কেন, আমাকে গালাগালি দিলে বুঝি শুন্তে পেলে না। আর ইস্কুল দেখাচ্ছ কি, ইস্কুলে আর গেলে তো দেখাবে। বাবা বোলেছেন, এই মাসেই আমার বিয়ে দেবেন।

বালকদের নারদ নারদ আর থামিল না।

একজামিনরেরা মহাক্রোধে বের কোরে দে, ছোঁড়াদের বের কোরে দে, বোলে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

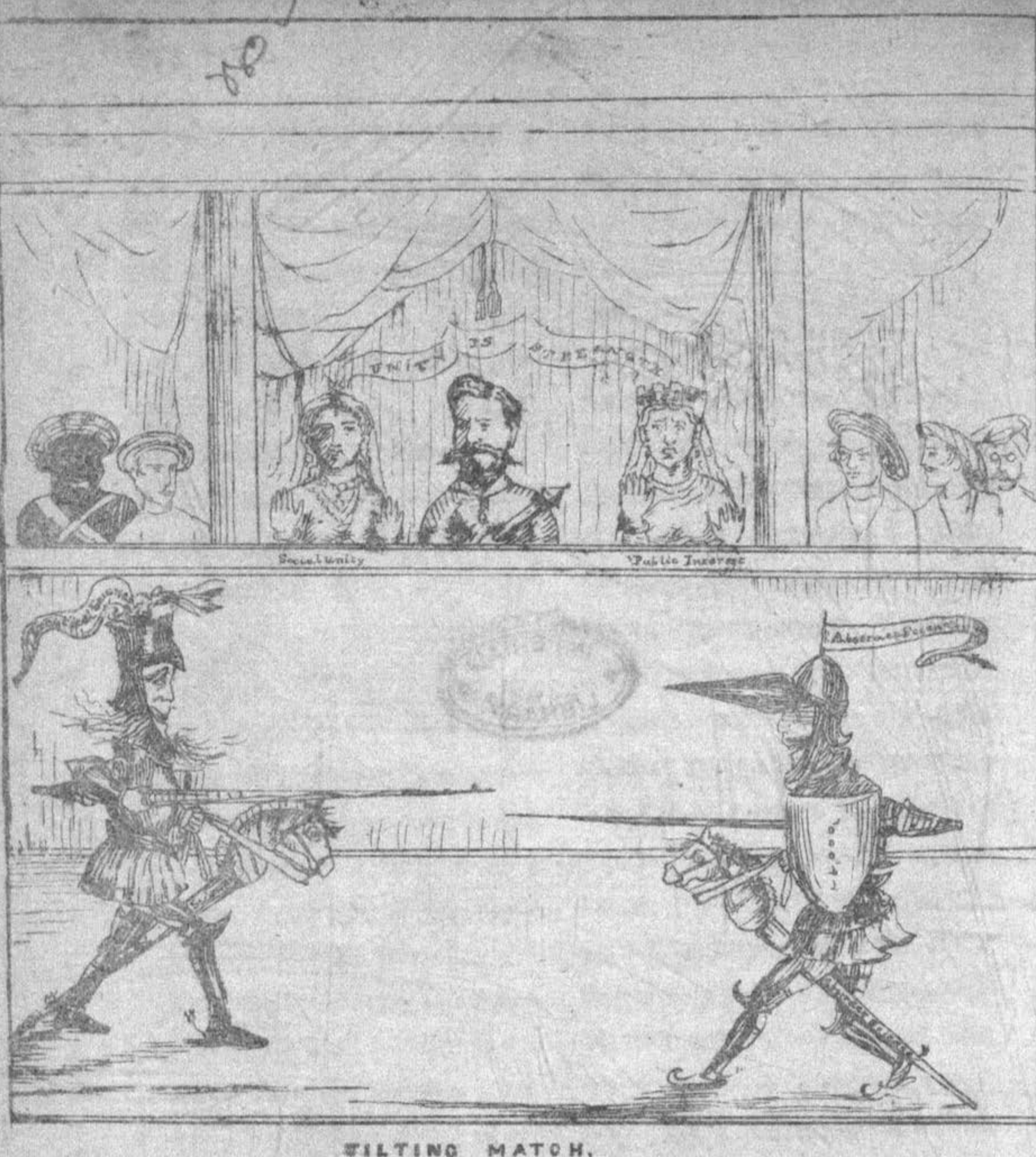
একটা বাগ্‌বাজারের বিট্‌লে ছোড়া বোলে বোস্‌ল, "বটে বড় মজার কথা, ছোঁড়াদের বের কোরে দে, আর ওঁরা ছুঁড়ীদের নিয়ে থাকুন।"

মহা হুলুস্থুল পোড়ে গেল। যে যার বালিকা নিয়ে পালাল। আমিও অবসর বুঝে সর্‌লাম। পাঠকবর্গের নিমিত্ত



কাঁসারীদের মেলা

সভ্যতা সোপানে পদবিক্ষেপকারীরা মেলার জন্য কি করিতেছেন।



JILTING MATCH,

Under the Patronage of His Honor The Lieut. Gov. of Bengal—

Senate House University Hall

পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ সমস্যা পূরিয়া।
মূর্খে নাহি বুঝে থাকে জুল জুলে চাহিয়া॥

কএকখান প্রাইজ উত্তরের চিত্র লইয়াছি, বোধ হয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

চলিত সংবাদ।

কাশ্মীরের মহারাজ সর্ব্বত্রেই মহাদান করিয়া গিয়াছেন, কেবল কলিকাতা আসিয়া কিছুই করেন নাই। লোকে বলে, যে তিনি বেলগেছের বাগানের যবন ম্লেচ্ছ ও শূদ্র সম্মুখে বেদপাঠ ও ব্রাহ্মণে রাজপদধূলি লইতে দেখিয়া এ দেশে ব্রাহ্মণ নাই বলিয়া ঘৃণায় ব্রাহ্মণ বিদায় রহিত করিয়াছিলেন। রাজা মহাবিজ্ঞ ও তাঁহার মন্ত্রীরাও কেহ কম নন, এক জনের দোষে যে দশ জনের হানি করিবেন, এ কথা সম্ভব নয়। তবে আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় বোধ হয়, যে রাজা এত দূর হইতে দান করিয়া আসিতে আসিতে টাকা ফুরাইয়া থাকিবে, কলিকাতা রাজধানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী, এখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দিতে হইত। উক্ত ছুতা পাইয়া মানে মানে সরিয়া পড়িয়াছেন। আর বিশেষতঃ ছাগলের লোম বেচে আর কত টাকা থাকা সম্ভবে।

কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা যেন কোন দুঃখ না করেন, কাশ্মীরের রাজা ভেড়ীওয়ালা। সাক্ষাৎ ভেড়া চরাইয়া খায়।

যুবরাজের কলিকাতায় পদার্পণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বাল যুব বৃদ্ধ আদি প্রিন্সেপের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক জন গোদা এক জন অতি স্থূলকায় ব্যক্তিকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল "ঈস, বাবা মোটা দেখ। সাতটা বাঘে খেতে পারে না।"

ইহা শুনিয়া স্থূলকায় ব্যক্তি তাহার গোদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল "কিছু ভাবনা নাই ভাই; তুমি যে পত্তন দিয়েছ, ঝেড়ে তুল্‌তে পাল্লে ১৪ টা বাঘে খেতে পার্ব্বেনা।"

শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নাম।

২৩ এ ডিসেম্বরের অপরাহ্ণে বাসন্তিকা হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "কৈ গো কালীঘাটের পাণ্ডাজীকে দেখিতে যাবে না।"

আমি অবাক্ হইয়া কহিলাম "কালীঘাটের পাণ্ডা আবার কে!"

বাসন্তিকা হাসিয়া কহিলেন "কেন তাও বুঝি জান না, যুবরাজের কলিকাতাদত্ত নাম।"

আমি কহিলাম "কেন এ নামটি হ'ল যে"। বাসন্তিকা, "জান না, যা বল, বলেন মাকে বোল্‌বো এখন, মাকে জানাব, মাকে বৈ আর কথাটি নাই। মা যা করেন, নিজের কোন ক্ষমতা নাই।"

১২৮২ সালের আবিষ্ক্রিয়া।

বসন্তক—"বাহবা! বাহবা! বাহবা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি আশ্চর্য্য! আমাদের মধ্যে এত বড় ব্যক্তি আছেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই; এত দিনে ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিলাম না। সাধে কি লোকে বলে "গ্রাম্যযোগী ভিক্ষা পায় না।"

বাসন্তিকা—"কি গো কি হয়েছে, বাহবার ঘটাতেতো আর কাণ পাতা যায় না।"

বসন্তক—"ওগো বাহবাতে আর কাণ পাত্তে পার্‌বে কি। ইন্‌কম টেক্‌স আর হবে না, রোডসেস্ কিম্বা এজুকেশন্ সে-সের আর কল্‌কে পাবার যো থাকিবে না; মিউনিসিপাল টেক্‌স চাই কি একেবারে উঠাইতে পারিব, টেক্‌সের নামটি থাকিবে না, অথচ রাজ্য চলিবে, এমত একটি উপায় হইয়াছে।"

বাসন্তিকা—"বল কি! কোথায় পেলে।"

বসন্তক—"ওগো ছাই চাপা ছিল? "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" সকলে ঝাড়তে ঝাড়তে বার হয়ে পল্লো।"

বাসন্তিকা—"কি গো শুন্তে পাইনে।"

বসন্তক—"পাবে গো পাবে, ছাই চাপা কতক্ষণ থাকে। তবে লোকটা ভারি বড় লোক, নাম কত্তে শঙ্কা হয়। আজ কাল পুলিশের বড় দব্‌দবা।"

বাসন্তিকা—"ভয় হয় তো আস্তে আস্তে বল।"

বসন্তক—"তবে শুন। ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি।"

বাসন্তিকা—"ও সর্ব্বনাশ! আমি মনে করি আর কেউ। ডাক্তর সরকার তো বড় ভারি লোক সে সকলেই জানে। তার এত গোল কি।"

বসন্তক—"ডাক্তর সরকার যে কত বড় লোক, সকলে সব জানে না। ডাক্তর সরকার যে উচ্চ ডাক্তর তাহা সকলেই জানে। ডাক্তর সরকার যে এক জন বাঙ্গালী মধ্যে অদ্বিতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ তাহাও সকলে জানে; বড় লোক মাত্রেই যে একটু ছিট অর্থাৎ মাতাপাগল তাহাও সকলে জানে; কিন্তু ডাক্তর সরকার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিসাবী খাতাঞ্জী তাহাতো সকলে জানে না। আক্‌বর সাহার সময়ে বঙ্গদেশ হইতে দুই জন খাতাঞ্জী (ফাই-নেনসর) দিল্লিতে গিয়া দশ-আনি-ছয় আনি হয়ে এসেছিল। ইনি একাই ষোল-আনি পরিপূর্ণ।"

বাসন্তিকা—"সে কি এত আমি জানি না!"

বসন্তক—"কোত্থেকে জানিবে, ইহার অগ্রে আমরাও জানিতাম না। কেহই জানিত না।"

বাসন্তিকা—"তবে এখন কিসে জা-নিতে পারিলে।"

বসন্তক—"ওগো জানিলেই জানিতে পারে, ডাক্তর সরকার্স সায়ন্স এসোসিয়েসন নাম শুনেছ, যাহার জন্য ৮৮,০০০ টাকা চাঁদা হয়েছে।"

বাসন্তিকা—"শুনেছি।"

বসন্তক—"তাহার একাউন্ট অর্থাৎ হিসাব দেখেচ।"

বাসন্তিকা—"কৈ না।"

বসন্তক—"দেখনিত শোন।" ৮৮,০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৮০০০ টাকা পাওয়া ভার।"

বাসন্তিকা—"কেন।"

বসন্তক—"ডাক্তর সরকার্স সাএন্স এসোসিয়েসনের চাঁদা দিবার জন্য যমরাজ তাঁহার আসামিদের তো আর ছুটি দিবেন না, যে তাহারা পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আসিয়া চাঁদা দিয়ে যাবে।" সুতরাং ৮০০০ টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ৮০,০০০ রহিল।

তাহার মধ্যে একটি বাটী নির্ম্মাণার্থ ৫০,০০০ টাকা,

কল যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থ ... ২০,০০০

বাকি ১০,০০০ টাকা। তাহার ৪্ টাকা হিসাবে কোং সুদ ৪০০্। এই ৪০০ টাকা লইয়া কি কি খরচ দিতে হইবে তাহা শুন।

বাটী পরিষ্কার জন্য দুই জন বেহারা ৬্ টাকার হিসাবে ১৪৪্ টাকা, ঝাঁটা তোয়ালে ইত্যাদি বাৎসরিক ৬্ টাকা। একজন যন্ত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সরকার, নিতান্ত মুটে না হয়, যৎকিঞ্চিৎ বুঝে অর্থাৎ যন্ত্রাদি নাড়িতে চাড়িতে না ভাঙ্গে ও পরিষ্কার রাখিতে পারে, ৩০্ টাকা হিসাবে ৩৬০ টাকা। ৫০,০০০ টাকার নির্ম্মিত বাটীর মিউনিসিপ্যাল টেক্স ন্যূনাধিক ৩০০্ টাকা মাসিক হিসাবে, বাৎসরিক আয় ৩৬০০ টাকা এসেস করিবে। শতকরা ১৬ টাকার হিসাবে ট্যাক্স দিতে হইলে ৫৭৬ টাকা। বাৎসরিক বাটী মেরামতি ও কলযন্ত্রাদি মেরামতি ন্যূনাধিক ১০০০ টাকার কম হইবার সম্ভব নাই।

এক জন এবষ্ট্রাক্‌ট সাএন্স প্রোফেসর অর্থাৎ অত্যুচ্চ নৈসর্গিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর আবশ্যক।"

বাসন্তিকা—"কেন তাহার আবশ্যক কি, আমি শুনেছি ফাদার লাফন, আর ডাক্তর স্বয়ং উপদেশ দিবেন।"

বসন্তক—"ওগো তাহ'লে ভাবনা কি ছিল, ফাদর লাফন তো প্রতি বৎসর বিএ শ্রেণীর ছাত্রদের (লেক্‌চর) উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক দ্রব্য দুই বার করিয়া এত টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া লাভ কি? ফাদার লাফন যে প্রকার প্রতি বৎসর শিক্ষা দেন, তাহাতেইতো চলিত। এ বিজ্ঞান সভাটি বি এ, এম্ এ উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য হইবেক, এমত কি, ডাক্তর সরকার কিম্বা ফাদার

লাক্ষন ইহাতে ছাত্রভাবে শিক্ষা পাইবেন।

বাসন্তিকা—"ও বাবা, এঁদের শিখাবে কে! এদের শিক্ষা দিতেতো মহামহোপাধ্যায় চাই।"

বসন্তক—"তার ভুল কি, তাইতেতো আমি বলিতেছি যে, বিলাত হইতে একটি পণ্ডিত না আনিলে আর উপায় নাই, আর এত বড় মহামহোপাধ্যায় আনিতে গেলে একশ দুশর কর্ম্ম নহে; হাজার চাই। ১০০০৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিতে হইলে বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা পড়িবেক। তাহা হইলে সর্ব্ব সমেত ১৪,০৮৬ টাকা খরচ। ৪০০ টাকায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই সমস্ত ব্যয় দিয়া চালাইবেন, বাক্যদত্ত হইয়াছেন।"

বাসন্তিকা—"তবে কি এটি চলিবে না।"

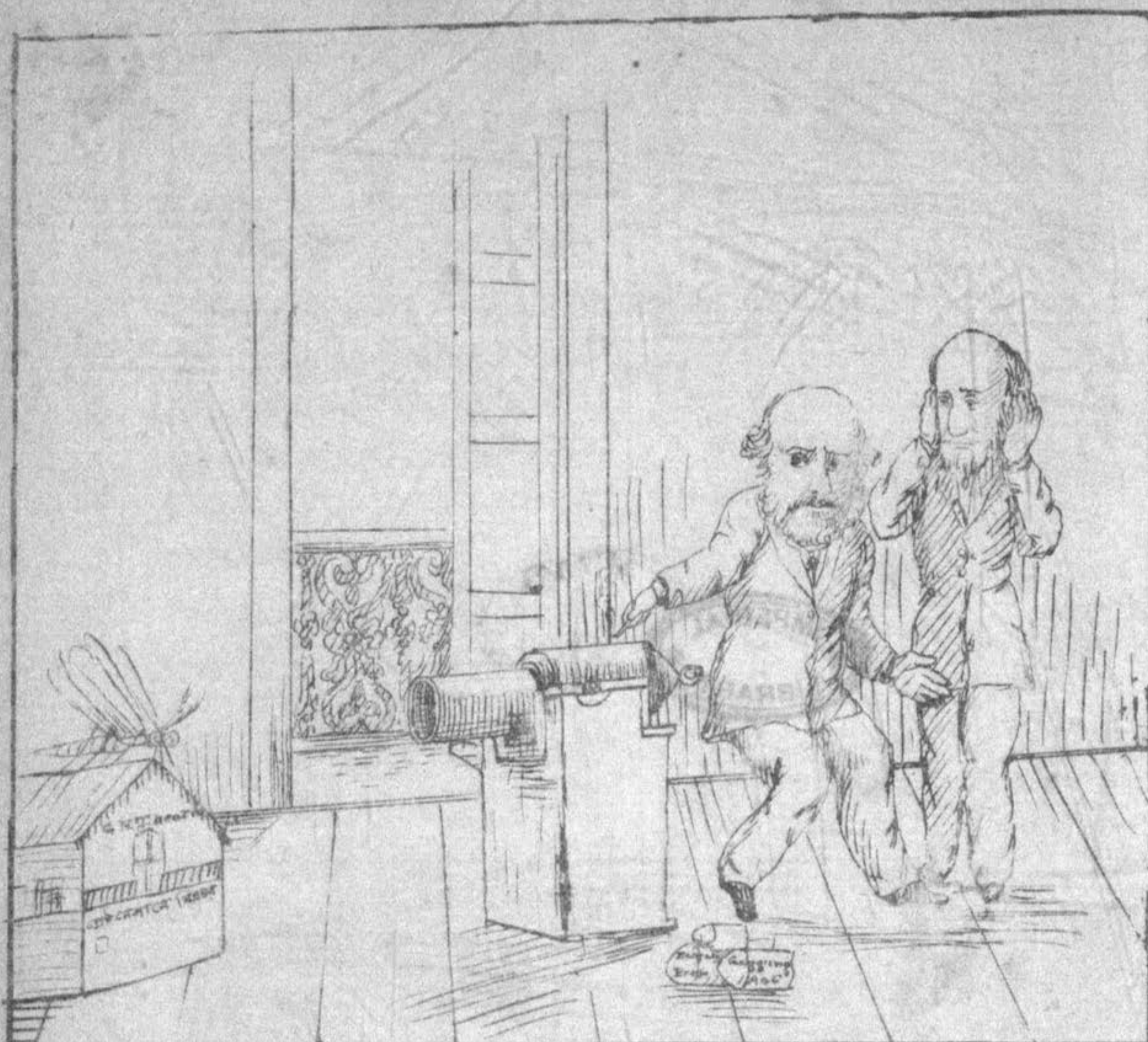
বসন্তক—"কি আশ্চর্য্য! 'সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার মাসী!' এতক্ষণ তবে আমি কি বকে মলুম, ডাক্তর সরকার ৪০০ টাকা লইয়া এই ১৪৭০০০ টাকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; তাহা হইলে শতকরা ৩ টাকার কমে তিনি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। একি বড় সহজ কথা, ৩ টাকায় ১০০ টাকার কার্য্য করিবেন, এ রাড়ে বঙ্গে কে পারে, তোমার দশ-আমি ছয়-আনি তাক হয়ে পড়েছেন।"

বাসন্তিকা—"ছি ছি! কি পাগ্‌লামি বল্‌চো, একি হতে পারে। তবে আর কোন টাকার স্থির করে থাক্‌বেন। তুমি তবে জান না।"

বসন্তক—"জান্‌বনা কেন, কাঁটাল গাছে আছে।"

বাসন্তিকা—"কাঁঠাল গাছে আছে আবার কি?"

বসন্তিকা—"ওগো! লোকে বলে শুনেছ তো যে "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল" যার ছয় বৎসর মাথা খুঁড়ে ৮০০০০ টাকা উঠ্‌লো, তার বাৎসরিক চাঁদা কি ১৪০০০ টাকা উঠিতে পারে। বৌবাজারের শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মেটরপলিটন কালেজ যখন স্থাপন করেন তখন তাহার চাঁদার খাতায় প্রায় ৩০,০০০ টাকা বাৎসরিক সহি ছিল। স্বাক্ষর কারীর এক এক জন ক্রোরপতি, এখনকার মত জুড়ি-চড়া সাম্‌লা-বাঁধা বাবু নয়। বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন নয়। রাজেন্দ্র বাবুর কি দশা হইয়াছিল, সকলেই জানে. তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, তাই মান বাঁচাইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তো তত ঐশ্বর্য্যশালী নন। কলিকাতার বড় লোকদের স্বাক্ষর যেকি, তাহা সকলেই জানেন, তিনিও জানেন, এক বৎসর, মেরে কেটে দুই বৎসর তার পর ফোক্কা ডাক্তার সরকার যদি



Government Ord(i)nance,

মশা মারিতে কামান

তাহার উপর যথার্থ নির্ভর করিতেন তাহা হইলে আমি তাহা জমায় ধরিতাম, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সুকৃতি যশঃ সুনাম কি ইহার উপর নির্ভর কোরে বিসর্জ্জন দিতে পারেন ? তাঁহার বিপক্ষ দলেরা এক্ষণেই বলিতেছে যে, মহেন্দ্রলাল সরকার বৈ আমাদের দেশে যথার্থ নৈসর্গিক বিজ্ঞানবেত্তা আর নাই। তাঁহার নিজের ধন নাই যে, ঐ বিষয়ে অনুশীলন করেন "পোর নামে পোয়াতী বক্তাচ্ছেন। এ সমস্ত জেনে শুনে যখন তথায় ৪০০ লইয়া এই বৃহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন ; তিনি বিলক্ষণ বিজ্ঞ ; পথ ঘাট না দেখে কি আর পা দিয়েছেন। ঐ ৪০০ টাকাই তার পুঁজি, ওতেই সসাগরা পৃথিবী ওলট পালট করিবেন। সাধে কি এত বাহবা দিচ্ছি, তিন টাকায় ১০০ টাকার কার্য্য করিতে পারেন। ৩,০০,০০০ টাকায় ১,০০,০০,০০০ টাকার কার্য্য করিতে পারেন, আমাদের আর ভাবনা কি ?

বাসন্তিকা,—"বটে তবেত আমরা বড় মূর্খ, টেক্সে টেক্সে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়েছে। এবারে যখন কোষাধ্যক্ষ্যের পদ (ফাইন্যান্স মিনিষ্টর) খালি হবে, তখন আমরা সকলে যুটে ঐ পদ উহাঁকে দিবার জন্য এক আবেদন-পত্র দেব, তা হ'লে আমাদের সব দুঃখ ঘুচিবে।

বসন্তক—ঠিক বোলেছে, আমিও তাই বল্‌ছিলাম।।

বসন্তকের থিয়েটরে গমন।

বসন্তক—"বলি ও বাসন্তিকা ! কুলো খানা এ দিকে নিয়ে এস তো।"

বাসন্তিকা—"কেন গো কি হ'-য়েছে ! কুলো নিয়ে কি হবে, গ্রীষ্ম বোধ হোয়েছে, বাতাস দিতে হবে না কি।"

বসন্তক,—"প্রায় তাই বটে, তবে একটু খানি তফাত, পৃষ্ঠে বেঁধে দিতে হবে।

বাসন্তিকা—"কেন গো তার আবশ্যক কি।

বসন্তক—"ওগো আমার থিয়েটর দেখ্‌তে যাবার সাধ হোয়েছে।"

বাসন্তিকা—"কেন থিয়েটরে কুলো নিয়ে কি হবে, সাজিবে টাজিবে নাকি।"

বসন্তক—"ওগো সাজবার দফায় বালি পোড়েছে, গরীবেরা দু টাকা কোরে খাচ্ছিল, তার দফা রফা হ'-য়েছে। পিঠে কুলো না বেঁধে যাইবার যো নাই।

বাসন্তিকা—"কেন কি হ'য়েছে।"

বসন্তক—"কেন শুন নাই, লাট সাহেব হুকুম দিয়েছেন, যে থিয়েটর মাত্রেই ইংরেজদের গালাগালি দেয়,

আবার বলে "মড়ার মা সজীব হও"। লড়াই কোরে ইংরেজদের দেশ কেড়ে লও। পুলিসকে মন্দ বলে। এবার অবধি যদি ইংরেজদের নাম-গন্ধ করে তো বেঁধে ঠেঙ্গাবে। শুদ্ধ বাঁধা নয়, পিছু-মোড়া কোরে বাঁধ্‌বে, হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ি দেবে। আর হগ সাহেবের বাগানে বড় জঙ্গল হ'য়েছে, সাফ কোরে দিতে হবে, আর যে সকল পতিত জমি আছে, কোদাল দিয়ে জল ছেঁচে বীজ বুন্তে হবে।

বাসন্তিকা—"তাতে তোমার ভয় কি?"

বসন্তক—"সর্ব্বনাশ! আমার আর ভয় নাই তো ভয় কার। যে অভিনয় করিবে (মেয়ে মদ্দে) যে শুনিবে, যে দেখিবে, যে তাহার নিকট বাস করিবে, যাহার সঙ্গে কোন সংস্রব থাকিবে এবং যে ঐ পথ দিয়া চলিবে, তাহাদিগের সকলকে গেরেফ্‌তার করিবে। কাহারও নিস্তার নাই।

বাসন্তিকা—ওঃ! তাই বুঝি সে দিন কএক জন গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটর-ওয়ালাকে গেরেফ্‌তার কোরে নিয়ে গিয়েছিল।

বসন্ত—"এখন তো বুঝিতে পেরেছ, এখন পিঠে কুলো বেঁধে দাও, আমি দেখতে যাই।"

বাসন্তিকা—"কিন্তু কথাটা বলতে কি, ছেলে গুলা বড় ব্যাদড়া, শাক ভাত খাস, "উত্তেজনা" কি, খোলে রক্ত পড়িবে, বোঝে না, তু এক পুরুষ মদ মাংস খা, তবে ও কথা মুখে আনিস।

বসন্তক—"আচ্ছা আচ্ছা! তু এক পুরুষের কথা তু এক পুরুষে থাকুক। তুমি এখন আমার পিঠে কুলো বেঁধে দিবে না, আমি অমনি যাব।"

বাসন্তিকা—"না গো না, এমন কাজ কোরো না, এখন তোমাকে শুদ্ধ যে থিয়েটর দেখতে কুলো বেঁধে যেতে হবে, এমত নয়! এক জন গ্রাহক কি লিখে-ছেন মনে আছে, আজ থেকে পিঠের কুলো আর খুল না।

আর সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন দাও, "যাহার শিশুর অষ্টকড়ায়ে কুল পিটিবার আবশ্যক হইবে, তিনি আমা-দের সংবাদ ও খবর পাঠাইলে, 'মার কোল জোড়া হোয়ে বাপের ও মামার দাড়িতে' ইত্যাদি, সুচারুরূপে উপায় বিধান করিতে পারিব।"

শুভ সংবাদ। আমরা অতি কষ্টে-সৃষ্টে যোগে যাগে যুবরাজের নোট বুকের তুই এক পটল সংগ্রহ করিয়া প্র-কাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে শ্রবণ করি-তেছি এবং শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আর বোধ করি, পাঠকবৃন্দও সন্তুষ্ট হইবেন। যে যুবরাজ দেশে

প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নোট বুক অবিকল ছাপাইবেন। পুস্তকাকারে কিম্বা কোন প্রাত্যহিক কিম্বা ষাণ্মাসিক পত্রে প্রকাশ করিবেন, তাহা স্থির হয় নাই। যদি বঙ্গভাষায় প্রকাশ হয়, তবে আমাদের পত্রে প্রকাশ হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি ইংরেজীতে হয়, তাহা হইলে বিলাতী পাঞ্চ অর্থাৎ বসন্তকের গ্রাহক হইলেই নিশ্চয় পাইতে পারিবেন।

বঙ্গমহিলা পাথুরিয়া কয়লার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে "বাষ্পীয় যন্ত্র পাথুরিয়া কয়লা ভিন্ন চালিত হওয়া অসম্ভব। আমরা অবগত আছি যে, পশ্চিম অঞ্চলের বাষ্পীয় রথ অর্থাৎ রেলগাড়ী সকল কাষ্ঠের অগ্নিতে চলে। তবে কাষ্ঠের কয়লা পাথুরে কয়লার ছোট দাদা বলিলে হইতে পারে, বোধ হয়, লেখক তাই ভাবিয়াছিলেন।

বসন্তক বাসন্তিকা সংবাদ।

নারীচরিত।

নর্ত্তকচ্ছন্দ।

আর শুনেছ, ও প্রাণপতি!
বড় রহস্যের কথা।
নারীরা চায়, কিরূপ পতি,
কোন্ দেশের কি প্রথা॥

ফরাশি দেশে, যত মহিলা,
যোদ্ধা চতুর হ'লে।
হৃদয়ে রাখে, সেই পতিরে,
ভোলে না তায় ম'লে॥
জর্ম্মণ দেশে, যদি সে পতি,
ধীর বিশ্বাসী হয়।
তারেই ভাল বাসে বামাকুল,
তার দাসী হয়ে রয়॥
যদি পতি, সুখবিলাসের
ব্যাঘাত নাহি করে।
ডচ-মহিলা, সেই পতিরে,
ভালবাসে অন্তরে॥
শত্রুকুলের শাসনকারী,
যে পতি সংসারে।
স্পেন-নারী, হৃদ্‌মন্দিরের
কর্ত্তা করে তারে॥
ইটালি দেশের যত মহিলা,
কবি, বিলাসী পেলে।
পরশ রতন ভাবে পতিরে,
ছাড়ে না প্রাণ গেলে॥
এই ধরাধামে, জন্মভূমে,
যে স্বর্গতুল্য ভাবে।
তারেই ভজে, ডেনিস নারী,
অকপট ভাবে॥
ইয়ুরোপের পশ্চিমেতে,
যত আছে দেশ।
যে বন্য ভাবে, সেই হবে
রুষনারীর হৃদয়েশ॥

আমেরিকার অবলাগণ,
হইলে ধনশালী।
সেই পতিরে জীবন যৌবন,
যা কিছু দেয় ডালি ॥
রাজা রাজুড়া বড় লোকের
পাতড়া চাটেন যাঁরা।
ইংরেজ নারীর প্রিয়তম,
সেই মহাত্মারা ॥
কি কুলশীল, কি রূপ গুণ,
কি রাজ্য ধন মান।
বাঙ্গলা দেশের বনিতারা,
তার কিছু না চান ॥
ঝুড়িখানিক গহনায় যে
পুঁতে রাখ্‌তে পারে।
আত্ম সমর্পণ করেন,
মনের সুখে তারে ॥
রাজা প্রজা দুই সমান,
আমরি কি বিধি।
যোগ্যে যোগ্য যোজন তাই,
করেছেন বিধি ॥

মূল্য প্রাপ্তি।

১২৮২ সালের

শ্রীযুক্ত বাবু নরসিংহচন্দ্র দত্ত ৩
" " কেশবচন্দ্র মল্লিক ৩
" " বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ১
শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ বসু ৩
" " কুঞ্জলাল কুণ্ড ৩
" " জয়কৃষ্ণ বসু ৩
" " কুমারকৃষ্ণ মিত্র ৩
" " প্যারীমোহন রায় .. ৩
" " বেণীমাধব লাহা ১
" " তিনকড়ি সিংহ .. ... ॥০
" " অমৃতলাল সিংহ ... ... ১॥০
" " তুলসীনাথ দাস ৩
" " মতিলাল দে .. .. ১॥০
" " কালীধন চক্রবর্ত্তী ১
" " উমেশচন্দ্র দত্ত ৩
" " নীলমণি ভড় ৩
" " বিজয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩
" " ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়.. ৩
" " তারানাথ গুহ ৩
" " তুলসীলাল মল্লিক ৩
" " মাধবকৃষ্ণ সেট ৩
" " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ... ১
" " দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই .. ৩
" " গোকুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় .. ৩
" " কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক ... ৩
" " কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৩
" " হীরালাল শীল ৩
" " মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় .. ৩

☞ কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৯ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



বসন্ত

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তকেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। দশম সংখ্যা।

ডাকমাশুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

ইণ্ডিয়ান লিগের

" প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট বিল"
সম্বন্ধে সভা।

সার মর্ম্ম।

১৩ ই চৈত্র শনিবার গ্রেটন্যাসনেল থিয়েটরে একটি ভারী সভা হয়, এমত ভারী যে, প্রায় এক ডজন কেদারার পায়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তথাচ ভারী ভারী লালুজগদ্দলেরা আসেন নাই, তাঁহারা আসিলে থিয়েটরটি সমভূম হইত। বোধ হয়, এই ভাবিয়া গরীবদের উপর দয়া করিয়া অধিষ্ঠান হন নাই।

চারি ঘটিকা কয়েক মিনিট পরে কার্য্য আরম্ভ হইল।

ওয়াইম্যান সাহেব কেদারা প্রাপ্ত হইয়া বসিলেন।

বোম্বায়ের একটি টেলিগ্রাম পাঠ করিলেন যে "বম্বায়ের ঐ মত, তবে দরখাস্ত পত্রের নকল পাঠাইলে তাঁহারা অবিকল নকল করিয়া পাঠাইবেন।"

ফিঙ্ক সাহেব উঠিয়া কহিলেন যে, রাজপুরুষদিগের একার্য্যটি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে, তাঁহারা কেঁচো খুড়বো বোলে গিয়ে সাপ বারকোরে ফেলেছেন। সাপ বারকোরেচিস তা লোকদের সাবধান কোরে দে, তা না কোরে ধূলা মাথাইয়া আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা পুলিসের ও তাহাদের সহকারী কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটদিগের হাতে দিতেছেন। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টের বিষবটিকার আবশ্যক হইয়া থাকিবে।

বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব উঠিয়া কি প্র-

কারে ইংরেজেরা মাগ্‌কে দমন করে দেখাইয়া কেম্বেল সাহেবের একটি গল্প করিলেন যে, (Law) লা অর্থাৎ আইন শব্দ কেম্বেল সাহেবের এত অপ্রিয় ছিল যে, শুনিবা মাত্র হোয়ে হোয়ে উঠিতেন। এক দিবস তিনি বেলভেডিয়রে গ্রাণ্ড মোগল (Grand Mogul) হোয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আল্‌বোলা টান্‌ছেন, এমত সময় এক জন সেবাদাসী আসিয়া কহিল,যে তাঁহার (Brother inlaw) ব্রাদর ইন-লা শ্যালক আসিতেছেন। যে শোনা, আর অমনি লপেটা জুতা ফেলে দৌউড়। সেই লপেটা জুতা "রাজ্ঞীর সপত্নী" বলিয়া অতি যত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষনে রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে যাঁহার যখন জুতা না থাকে, উক্ত জুতা বাহির করিয়া পরেন।

প্রাণনাথ পণ্ডিত বলিলেন, অতি মৃদুস্বরে, কেউ শুন্তে পেলে, কেউ পেলে না। কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট অবতারেরা এক জাতি মোন্‌সা বিশেষ, গরলে ভরা, ফোঁস্‌ কোরে আছেনি, তাতে আবার ধুনার গন্ধ অর্থাৎ ২ বৎসর মেয়াদ আর ১০০০ টাকা জরিমানা, আর ইচ্ছা করিলেই কামড়াইতে পারিবেন,—পৃথিবী রসাতল দিবেন।

অগ্রে হাইকোর্ট জুরিরূপ রোজার মন্ত্রে ত্ত একটা বাঁচিত, এক্ষণে তাহারও পথ বন্ধ হইতেছে।

ডাক্তার ফেরার সাহেব অনেক কুকুর মারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃত মোস্সার জাতি সর্প দংশন করিলে নিস্তার নাই। তবে রোগীর পক্ষে সেই দংশিত অঙ্গের ছেদন কিম্বা দহন ভিন্ন আর গতি নাই। সর্পের পক্ষে বাঁশবাজী। রেভারেণ্ড কালী খৃষ্টান উঠিয়া কহিলেন যে, হে ভাই সকল! তোমরা ভারী ঘুমাও, এমন কি তিন জনে ধরিয়া তুলিতে পারে না, ইহার কারণ এই যে, তোমরা এতাবৎকাল অন্ধকারে রহিয়াছ, রাত্রি ভাবিয়া ঘুমাইতেছ। বিশেষতঃ তোমরা ভাত খাও, ভাতে এদেশি ধেনো মদ হয়, মদে বড় নেশা, নেশায় দুর্ব্বল করে; দুর্ব্বলতা সর্ব্ব দোষেরই হেতু,আর হস্তী যে এত বড় জন্তু, সেও ভাত খেলে মদে মত্ত হয়, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র জীব মনুষ্য অবলীলাক্রমে ডাঙ্গস মারিয়া বশে রাখে। তবে চালেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে, এ চাল না ছাড়িলে উপায় নাই। এচাল ছেড়ে দাও। হে ভাই সকল! আমার কথা ধর, হাত পাতিয়া ধর, যাহাতে তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে এমত কার্য্য কর, এমত আহার কর, গাত্রে হস্ত দিতে না দিতে লাফাইয়া উঠ, ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া উঠ, আলুম করিয়া লাফাইয়া ঘাড়ে পড়; ব্যাঘ্রের মত সর্ব্বদা লেজ নাড়িতে থাক, ব্যাঘ্রের লেজই সম্বল; লেজে পা দিলে লাফাইয়া

উঠে, লেজ ঠেস দিয়া বসে, রাগিলে লেজ আছ্‌ড়াইতে থাকে, লেজই প্রধান অস্ত্র। দেখ ভাই সকল! লেজ সাবধান, অতি সাবধানে রেখো, কুণ্ডলী পাকাইয়া রেখো, রাগ হইলে নাড়িও, ঠেস দিয়া বসিয়া উচ্চ করিয়া লাফাইও। হে ভাই সকল! দেখ যেন কেহ লেজে পা দেয় না, যদি দেয়, আলুম করিয়া ঘাড়ে পড়িও, একটু সাবধানে পড়িবে, কি জানি যদি লেজটি কেটে যায়, সাবধান সাবধান সাবধান!

বিলাতী ভুত।

লোকে বলে "দেখে কি হবে, ছুটো কি হাত বেরোবে," এ ছুটো ছেড়ে দশটা হাত বার হোয়েছে, আমরা স্বচক্ষে দেখে এলাম। আমরা সেকেলে ভূত প্রেত, দানা, পিশাচ, মামদো অনেক দেখেছি, ভূতের রোজাদেরও দেখেছি, পিশাচসিদ্ধও দেখেছি,; হোঁসেন বক্সের হজরৎউল্লাও দেখেছি। কিন্তু মহাশয় এমন্ ভূতলোমো কখন দেখি নাই। ইংরেজ,বাঙ্গালী,মুসলমান সকলেই তাক্ হোয়ে গেছেন।

লুইস থিএটরে হগ সাহেব ভূত ধরিতে যান।

হগ সাহেব পুলিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা, চোর ধরেন, জুয়াচোর ধরেন, সেই ভরসায় ভূত ধরিতে গিয়াছিলেন। যেমত বসিয়াছেন, অমনি টাকে এক চাটি। (ইদানীং হগ সাহেবের টাক পোড়েছে)

হগ সাহেব চমকিয়া কহিলেন "পার্সি পার্সি, পাক্‌ড়াও।"

এত ভেত বাঙ্গালী ভূত নয়, পটলডাঙ্গার ঘোষালরাও নয়, আর গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর নয়, যে ধর বল্লেই ধোর্ব্বেন।

লোকে হেসে উঠিল।

হগ সাহেব কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। শিষ্টশান্ত ভদ্র লোকের মত কেবিনেটের ভিতরে গিয়া বসিলেন।

দ্বাররুদ্ধ হইল।

আহা! গরীবের তেমন সুগন্ধ পাট করা দাড়ী টেনে লণ্ডভণ্ড কোরে ফেলিল। যত পার্সি পার্সি, লেম্ব লেম্ব, বোলে চেঁচান, তত বাজনার ধুম দেখে কে! শেষে বড় চেঁচাচেঁচি করাতে এক খানা খঞ্জনী মুখে ঠেসে দিলে, বোধ হয় এই নূতন "গেগিং এক্‌ট" এই হইতে বোধ হইয়া থাকিবে, মাথায় একটি ডম্প দিলে, গলায় একগাছি দড়ি টাঙ্গিয়ে দেয় আর কি, এমত সময় ধাঁকোরে দ্বার খুলে গেল। দর্শকের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ছুঃখের মধ্যে ঐ অবধি স্থিতি হইল।

গ্রেট ন্যাসনেল থিএটরে একজন বাঙ্গালী সাহেব বারিষ্টর ভায়াকে খঞ্জনী

গলায় দিয়া দিব্য সাজ সাজাইয়াছিল, দেখিয়া রাজা বৈদ্যনাথের বাগানের রামলীলা মনে হইল। হমিওপেথিক ডাক্তর রাজকৃষ্ণের পা ভেঙ্গে দিল। বিশেষতঃ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাগানে যে ভূত নাবানো হয়, তাহাতে না কি অনেক ভূত একবারে একত্রিত হইয়াছিল। মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, উপদ্রবের আর সীমা ছিল না, অনেক বড় বড় কৃষ্ণ বিষ্ণুকে ঘরে আসিয়া নুনের পুটুলির সেক দিতে হইয়াছিল। তিসির পুলটিস আবশ্যক হইয়াছিল। কাহার আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ, কাহার কান টেনে ঘোঁড়দৌড়; কাহার চড় খেয়ে দাঁত কপাটি; কি আশ্চর্য্য! এমত উৎপাত তো কখন দেখি নাই, যাহাদের উদ্যোগে এবম্প্রকার ভুত সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাদিগকে কেহ কিছুই বলে নাই, যা শত্রু পরে পরে, ঝোপ বুঝে কোপ।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে দেশিভূত ছিল, তার উপরে গোভূত প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ভূতের আবির্ভাব হইল, তার উপরে বামুনে ব্রহ্মদৈত্য এসে যুটিল, তার উপরে মুসলমানী মামদো এলো, এখন আবার ইংরেজি ডেভেলপোট ব্রাদর্স উপস্থিত।

ভূতে ভূতে ধূলপরিমাণ।

এক ভূতে রক্ষা নাই, তা পঞ্চভূত, এতে কি উপায়।

কাঁসারীদের সং।

আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সবে চক্ষে মুখে বারি সিঞ্চন করিয়া পদধৌত আশয়ে হস্ত বিস্তার করিতেছি, এমত সময়ে রুণু ঝুণু করিয়া মলের শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মলের ধ্বনি বিশেষতঃ সাতগাছা মলের ধ্বনি কি ভয়ঙ্কর শব্দ! যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, বড় বড় বীর পুরুষের অবধি মন চমকিয়া উঠে। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার কি সাধ্য যে এমত শব্দে স্থির হইয়া থাকি, চমকিয়া ত্রস্থ গ্রীবা বক্র করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, বক্রগ্রীবা বক্রই রহিল, আর সমভাব প্রাপ্ত হইল না।

কি আশ্চর্য্য! বাসন্তিকা পরিপাটী বেশবিন্যাস করিয়া মরাল গতিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি অবাক। এত প্রত্যুষে বেশবিন্যাসের পারিপট্যের আবশ্যক কি!

বাসন্তিকা আধবদনে বসন দিয়া মুচকে মুচকে হাসিয়া কহিলেন "অদ্য মেলানি চাহি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গো মেলানি কেন।"



কলিকাতার বরাহ অবতার।

বাসন্তিকা—কহিলেন "মেলা দেখিবার তরে।"

আমি ভাবিলাম, বুঝি নসিরাম মেলা, কহিলাম "মেলা আবার কোথা! নসিরাম মেলা যে অনেক দিবস হয়ে বয়ে গেছে।"

বাসন্তিকা—কহিলেন, "কেন নসিরাম মেলা বৈ বুঝি কলিকাতায় আর মেলা হয় না।

আমি উত্তর করিলাম "আর মেলা আবার কোথায় পাইলে, তবে "কলেজ রিউনিয়ন"সেওতো অনেক দিবস হইয়া গিয়াছে।

বাসন্তিকা—আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "সে কি! কলিকাতায় বুঝি আর কোন মেলা নাই।"

আমার "রামলীলা" মনে পড়িল, কিন্তু বাসন্তিকার সমক্ষে এমত অশ্লীল কথাটা না বলিয়া কহিলাম, "কৈ আর কোন মেলাতো মনে পড়িতেছে না।"

বাসন্তিকা—কহিলেন "কেন কাঁসারীদের মেলা বুঝি মেলার মধ্যে গণ্য নহে।"

আমার প্লীহা চমকিয়া উঠিল, ত্রস্থ হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখিলাম যে, কেহ কোন স্থলে নাই, নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া সদর দ্বার রুদ্ধ করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাসন্তিকার কর্ণে কর্ণে কহিলাম, "খেপী, সর্ব্বনাশ কোরেছিলি, কেহ যদি শুনতে পেততো আমাকে একঘরে কর্‌ত, অসভ্য বোলে আর কি নিকটে আস্‌তে দিত। যা বল্‌বার একবার বলেছ, যেন দুবার এমত অশ্লীল কথা বদন হইতে নির্গত না হয়।

বাসন্তিকা অবাক হইয়া কহিলেন, "অশ্লীল কি? লোকের মনোরঞ্জন করা কি অশ্লীলতা? তাতো আমি জানি না।"

আমি উত্তর করিলাম "এ জানাজানির কথা নহে। যিনি যখন সভ্যতা-সোপানে পদ বিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কাংস্যবণিকদিগের মেলাকে অশ্লীল বলিয়াছেন, সম্বাদপত্রে ক্রমান্বয়ে লিখিতেছেন যে, ঐ মেলা যিনি করেন, তিনি অশ্লীল, যিনি দেখেন তিনি অসভ্য, যে পাড়া দিয়া যায় সে পাড়া অবধি অভদ্র অসভ্য, ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য।

বাসন্তিকা বাঃ! তাহা হইলে তো কলিকাতা শুদ্ধ লোকই অসভ্য, অশ্লীল। বিশেষতঃ ও মেলাতো বিজ্ঞবিদ্বান সভ্যদের আমোদের জন্য হয় না। এটিতো সামান্য লোক আদার ব্যাপারীদের জন্য হইয়া থাকে, ইহাতে তাহাদেরি উৎসাহ আর আনন্দ। এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ আহ্লাদ ও উৎসবতো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির

তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেক। কেবল ধান্যেশ্বরী। আর ছোবুড়া টেনে কি দিনপাত হয়? সামান্য লোকের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?

আমি কহিলাম, ওগো স্বীয় মস্তকে কাঁটাল ভাঙ্গিয়া কে কস্মিন্‌কালে খাইয়া থাকে।

বাসন্তিকা—আচ্ছা কাঁসারী পাড়া দিয়া তো কাঁসারীদের সং বাহির হয়, সেখানে তো বাবু কৃষ্ণদাস পাল থাকেন, তিনি কি অসভ্য আর অশ্লীল।

"খেপী আর কি! শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা সভ্য, অত কালো লোক কি কথন সভ্য হোতে পারে, তাহা হইলে আমিও এত দিনে ইংরেজ হইয়া পড়িতাম। ঐ দুঃখেইতো মোরে আছি, পেন্টুলান পরি, কোট পরি, ওয়েষ্ট কোট পরি, সাহেবি কেতায় চাপদাড়ি রেখে জাম্বুবানের মত সাজি, বিলাত গিয়ে বাস করি, বেড়াইয়া আসি, তবুও তো বাঙ্গালী গন্ধটা যায় না। চর্ম্মটা শাদা হয় না। বলিব কি, প্রতিবৎসর কলিকাতায় ব্রাণ্ডি আর সোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আমদানি হয়। আর প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপিতো এত দিনে কলিকাতার অসভ্যতা গেল না।

এমত সময় ও পাড়ার ছোঁড়াগুলা আসিয়া কহিল, ও বাসন্তিকা দিদী! যাচ্ছ কোথায়, হগ সাহেব "পাস" দেয় নাই। বাসন্তিকা "অ্যাঁ" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি অবসর বুঝে প্রাতঃক্রিয়া সমাধান করিতে গেলাম। পাড়ার ছোঁড়ারা আর বাসন্তিকা মিলিয়া উঠানে শ্রাদ্ধের সভা বসাইয়া দিলে সরস্বতী অস্থির হইয়া স্বয়ং আসিয়া অধিষ্ঠান হইলেন।

প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া আসিয়া দেখি যে, বাসন্তিকার মুখে আর হাসি ধরে না, আমাকে দর্শন করিয়া দ্রুতগতিতে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "ওগো হগ সাহেব "পাস" দিয়েছে। আজ অধিক বেলা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্য সং বাহির হবে না, কল্য বাহির হবে। আমি কহিলাম, যাহা হউক, হগ সাহেব এত দিনে একটি সুবুদ্ধির কাজ করেছেন, যষ্টিরও সম্মান রেখেছেন, আর ভুজঙ্গদেরও প্রাণে মারেন নাই।

বাসন্তিকা কহিলেন, সং কি যষ্টি, আমরা বুঝি ভুজঙ্গ।

আমি কহিলাম, তোমরা ফণীর মাথার মণি, এখন গিয়া কাপড় ছাড় গে। কল্য এখন দেখিতে যাওয়া যাবে।

কাঁসারীদের সঙের গীত।

আজব সহর কলকেতা। ধ্রুং।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা॥
সহরে এক নূতন হুজুগ
উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা
আগে শুনি নাই;
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।

এদের কথার মাত্রা অশ্লীলতা
সদা দেখ্‌তে পাই;
কারে বলে অশ্লীলতা
লেজ্ তুলে দেখা নাই।
যথা কাব্য লিখ্‌তে হলি কলি;
ফোড়ন দিতে তেজপাতা॥
সস্তা দরে মস্ত নাম
কিন্‌তে যত লোক,
এই সুযোগে তাদের
সবার ফুটে গেল চোক;
এরা লঙ্কাকাণ্ড কচ্চে বসে,
কীর্ত্তি রাখ্‌বার কি প্রথা।

সে দিন বাঙ্গলা ভাষার প্রধান প্রধান
কাব্য সকল লয়ে,
অশ্লীল ব'লে সে সব দিলে,
পাঠিয়ে যমালয়ে,
দেখ ভারতচন্দ্র পার পেলে না,
অন্য কবির কি কথা।
কবিত্বের গন্ধ আর মায়া যদি
থাকতো দেশের প্রতি,
তবে দেশের গৌরব ভারতচন্দ্রের
কর্ত্তেন না এ গতি;
এরা ইংরেজিতে পণ্ডিত ভারী
কাব্যদেবীর হন সতা॥

সে দিন দেখ, থিয়েটরের
যত দলবলে,
মারপিট কোরে জেলে দিলে,
তাদের সকলে,
মরি আনন্দেতে "মিরর" হাসেন,
ব্রহ্মজ্ঞানের কি কেতা।
বৎসরান্তে একটি দিন
কাঁসারীরা যত,
নেচে কুঁদে বেড়ায় সুখে
দেখে লোক কত;
এতে গরীব লোকের আমোদ বড়,
সভ্যতার মাথা ব্যথা॥

বিদ্বানেতে বিদ্বানীতে
আমোদ বড় পায়।
সামান্য লোক নাচ্‌লে কুদ্‌লে,
আমোদ বলে তায়,

ছেলেপিলের সং দেখিতে আমোদ বড়,
বুড়োর কেবল কাঁস কথা।
তাড়াতাড়ি কাগজে লিখে,
বরার লেজ ধোরে।
বড় ইচ্ছা ছিল দেবেন
পাস্ বন্ধ কোরে।
এখন দিগ্‌গজেরা রৈলেন কোথা,
রৈল কোথা ক্ষমতা।

গরীবের মাথায় কাঁঠাল
ভেঙ্গে এরা ভাই,
ইংরেজদের কাছে কেমন
দেখাচ্ছে বড়াই;
যদি নিজের লেজে পা পড়িত,
দেখ্‌তে তবে ধীরতা।
এত ভদ্রলোকের বাটীর সমুখ
দ্বার দে মোরা যাই,
এতে খুসি বৈত বেজার মুখ,
কারো দেখি নাই;
যত মেয়ে মদ্দে আমোদ করে,
বরক দেবার কি কেতা।

যদি ইহা এত মন্দ
মনে ভেবে থাক,
নিজের মাগকে চাবি দিয়ে
বন্ধ কোরে রাখ,
জানি, সভ্যদের হয় স্বাধীন মেয়ে,
উঠিয়ে দেবে সভ্যতা।

এদের যদি বুদ্ধি শুদ্ধি
কাণ্ড জ্ঞান থাকে,
ঘরের ঢেঁকী কুমীর এরা,
বুঝাই আর কাকে;
মোদের পালজী সদা সুখে থাকুন,
এদের মুখে বিশ জুতা॥

সংবাদ।

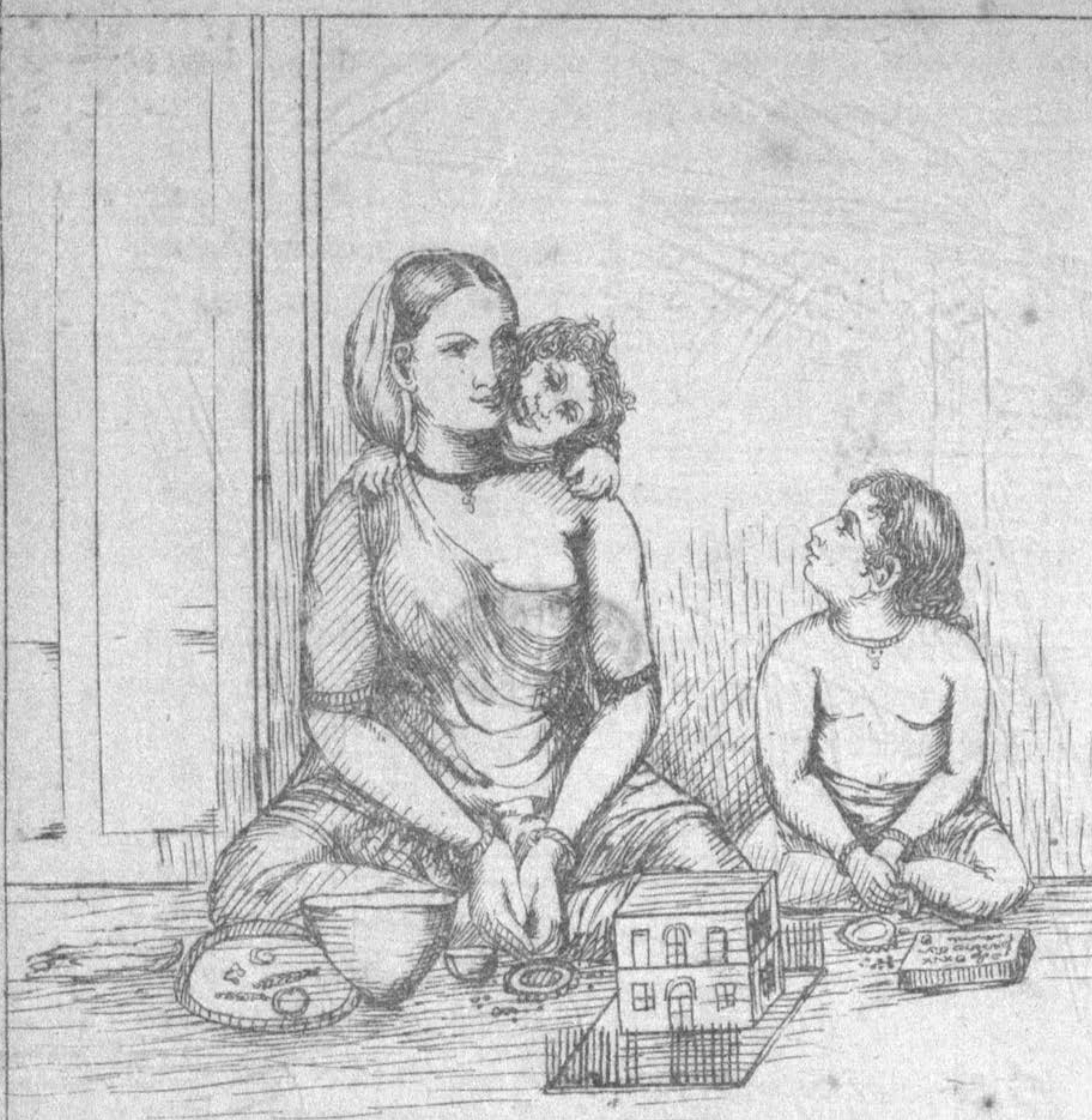
টেলিগ্রাফ তারের নূতন ব্যবহার।

এতদ্দেশে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা পরস্পরে কথাবার্ত্তা হইয়া বিবাহ কার্য্য স্থির হয়। ইয়ুরোপ প্রদেশে বর ও কন্যা পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়া কথা-বার্ত্তা ও প্রেমালাপের পর বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু মার্কিনে এক নূতন পদ্ধতি বাহির হইয়াছে, ইহাতে বরকর্ত্তা কি কন্যাকর্ত্তার আবশ্যক নাই, বরকন্যার আবশ্যক নাই, প্রেমালাপেরও আবশ্যক নাই, একত্রে বাসেরও আবশ্যক নাই, দুই জনে দুই টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তা দর্শন, স্পর্শন, প্রেমালাপ সায় বিবাহ অবধি নির্ব্বাহ করিয়াছেন! বাহবারে টেলিগ্রাফ!

গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা।

"বঙ্গমহিলা" লিখিয়াছেন যে, "যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার কি? তবে আমাদের উত্তর এই


প্রতিফল
প্রবন্ধে দেখ।



উত্তম সিদ্ধান্ত।

বালিকা— বাঃ! দিদীর বিয়ে আমার আগে হবে কেন?

মাতা— দিদী যে তোমার চেয়ে বড়, তাই তার আগে বিয়ে হবে।

বালিকা—তুমি তো দিদীর চেয়ে বড়, তবে তোমার বিয়ে হউক না কেন?